১২ মে ২০২৫

আনন্দলোক



সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়-এর আত্মজীবনীতে উঠে এল শৈশবের করুণ কাহিনি



ইরফানপুত্রের তিরে তোলপাড় বলিউড

ইরফান খানের পুত্র বাবিলের ভাইরাল ভিডিয়োতে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ অনন্যা পাণ্ডে, অরিজিৎ সিংহ-সহ একগুচ্ছ সেলেবের বিরুদ্ধে! সেই সূত্রেই ক্রমশ ‘নগ্ন’ হচ্ছে বলিউড। নেপথ্য কাহিনি খতিয়ে দেখল আনন্দলোক, তুলে ধরল এক রোমহর্ষক দলিল


রাঙামাটির টানে,
অচেনা বাঁকুড়ার সন্ধানে!
আরও আনন্দ-র 'পায়ে চাকা'
বিভাগে দেখুন নতুন ভিডিয়ো
'অচেনা বাঁকুড়া'।
ইনস্টল করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই ভিডিয়ো-সহ
বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে
অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ৮ সংখ্যা ১২ মে ২০২৫

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 8th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অজানা কথা

বিশ্বজিতের পর আবারও একটা আত্মজীবনী পড়ব, ভাবতে পারিনি। ভাল লাগল পড়ে যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এত খোলাখুলি কথা বলেছেন। আগামী সংখ্যাগুলি পড়ার অপেক্ষায় রইলাম।

শৈবাল বসাক, রানাঘাট



অপেক্ষা পরবর্তীর

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে অনেক লেখাই পড়েছি। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী প্রথমবার পড়ছি। সবগুলো পর্বই সংগ্রহে রাখব। অপেক্ষা পরের সংখ্যার।

শ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, বারাসত

ভাল প্রতিবেদন

তিন বাঙালি অভিনেত্রীর বাংলা সিনেমায় ফের কাজ করা নিয়ে যে প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে, খুবই তথ্য সমৃদ্ধ। কিন্তু কিছুটা পড়ার পর মনে হল, যদি তাঁদের বলা কিছু কথা বা এই বিষয়ে তাঁদের মতামত জানতে পারতাম, লেখাটি সম্পূর্ণ হত।

স্নিগ্ধা ভৌমিক, যাদবপুর

অবাক করার মতো

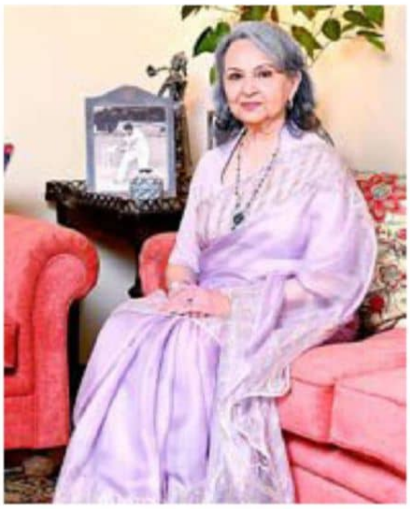
সিনেমার ছাড়পত্র নিয়ে লেখা প্রতিবেদনটি এক কথায় খুবই ভাল। এরকম বিষয়বস্তু নিয়ে সমসাময়িক কোনও লেখাই পড়িনি। অথচ এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরকম আরও প্রতিবেদনের অপেক্ষায় রইলাম।

ব্রততী দে, বহরমপুর

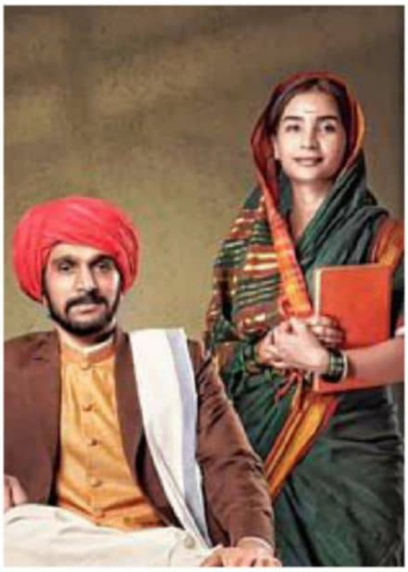
প্রিয় ছবিঘর

বরাবরই আমার পছন্দের বিভাগ ছবিঘর। বই হাতে পেলেই আগে খুঁজে দেখি ছবিঘরের পাতা।

তিমির রায়, হাওড়া



■ শর্মিলা ঠাকুর



■ 'ফুলে' ছবি ঘিরে হয়েছে বিতর্ক



■ অনন্যা পাণ্ডে

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

ক্ষমা নেই

প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনী ‘স্পেয়ার’ তাঁকে ব্রিটিশ রাজপরিবার থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেবে। কারণ এই আত্মজীবনীতে তিনি রাজ পরিবারের এমন অজানা অচেনা গল্প লিখেছেন, যাতে অনেকে খুশি নাও হতে পারে। প্রিন্স হ্যারি জানিয়েছেন, “আত্মজীবনী লেখার জন্য আমার পরিবারের একটি অংশ আমাকে কখনওই ক্ষমা করবে না। কিন্তু আমি আমার পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন করতে চাই।” তবে শোনা যাচ্ছে, রাজপরিবার কঠোর নিয়ম বানিয়েছে প্রিন্স হ্যারির জন্য। ঘনিষ্ঠ মহলে নাকি রাজা জানিয়েছেন, “হ্যারি, পুনর্মিলন এভাবে হয় না।”



প্রিন্স হ্যারি



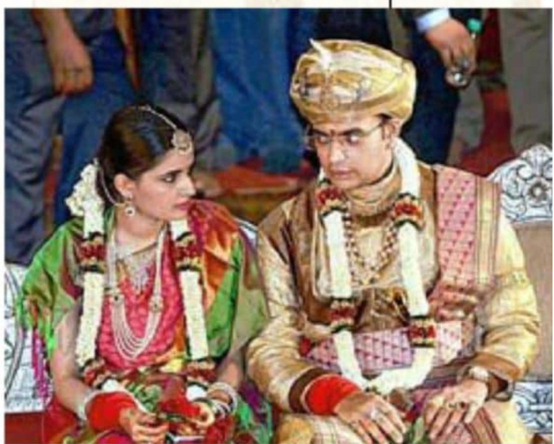
প্রিন্সেস ইনেস মায়ের কোলে

দাদুর কোলে

রাজা কার্ল ষোড়শ গুস্তাফের ৭৯ বছরের জন্মদিন উদ্‌যাপন বিপুল আনন্দের হয়ে উঠল। রাজপ্রাসাদের বাইরের উঠোনে সশস্ত্র বাহিনী ঐতিহ্যবাহী প্যারেড করার পরে পরিবারের সদস্যরা বাইরের বারান্দায় আসেন এবং সেখানে রাজকুমারী সোফিয়ার দু’মাস বয়সি কন্যা রাজকুমারী ইনেস আলো করে ছিলেন। দাদু কার্ল স্বভাবতই ভীষণ খুশি ছিলেন। প্রিন্স কার্ল ফিলিপ এবং প্রিন্সেস সোফিয়া তাঁদের চতুর্থ সন্তান, তথা প্রথম কন্যা প্রিন্সেস ইনেস মারি লিলিয়ান সিলভিয়াকে সাদর আমন্ত্রণ জানান পৃথিবীতে। এদিন তিনি বারান্দায় এলেন। ছোট্ট রাজকুমারীর মধ্য নাম সোফিয়ার মা মেরি এবং কার্ল ফিলিপের মা রানি সিলভিয়ার সম্মানে রাখা হয়েছে।

অভিশাপ শেষ

অবশেষে বোধ হয় শাপমোচন হল মহীসূর রাজ পরিবারের। গত চারশো বছর ধরে অদ্ভুত এক অভিশাপের ঘেরাটোপে বন্দি রাজ পরিবার। মাইসোরের ওয়াদিয়ারদের বংশে কখনও উত্তরসূরি জন্ম নেবে না... এই অভিশাপের জেরে মহীশূরের রাজবংশে প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক প্রজন্মে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিয়েই চলেছে, এই ৪০০ বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু অবশেষে বোধ হয় সমাধান মিলল। যদুবীর কৃষ্ণদত্ত চামরাজ ওয়াদিয়ারের স্ত্রী ত্রিশিকা কুমারী দেবীর সন্তান আয়ুধ পূজার দিন জন্মেছিলেন। তারপর থেকে তাঁকে নানা রকমের পূজা এবং নিয়মের মধ্যে রাখা হয়েছিল। অবশেষে জানা গিয়েছে, সন্তান সুস্থ আছে এবং তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়েছে।



যদুবীর কৃষ্ণদত্ত চামরাজ ওয়াদিয়ার ও স্ত্রী ত্রিশিকা কুমারী





বাবিল-তিরে তোলপাড় বলিউড

বলিউডের 'নকল' দুনিয়া এবং শিল্পীদের নিশানা করে ইরফান-পুত্র **বাবিল খান**-এর ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে তোলপাড় বলিউড। গ্ল্যামার দুনিয়ার প্রদীপের নীচের অন্ধকারে চাপা পড়ে যাওয়া প্রশ্নগুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**



বাবিলের ভাইরাল ভিডিয়োর দু'টি মুহূর্ত

ঘটনা ১: প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খানের পুত্র বাবিল খানের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল থেকে কয়েকটি ভিডিয়ো, স্টোরি হিসেবে পোস্ট হল। ক্রন্দনরত বাবিল সেখানে বলছেন, 'বলিউড একটি নকল ইন্ডাস্ট্রি। এখানে সব নকল মানুষের বাস...' সেই ভিডিয়োতে অসংলগ্ন ভাবে অনন্যা পাণ্ডে, অর্জুন কপূর, শনায়া কপূর, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, রাঘব জুয়াল, আদর্শ গৌরব এবং অরিজিৎ সিংহের নাম নিলেন তিনি। তারপর বললেন, এই ইন্ডাস্ট্রির মানুষজন ভীষণ অভদ্র!

ঘটনা ২: ভিডিয়োটি অনতিবিলম্বে ডিলিট হয়ে গেল!

ঘটনা ৩: বাবিল খানের হ্যান্ডলটিও হাওয়া!

ঘটনাক্রম পড়লে মনে হবে বর্তমানে বহুল চর্চিত স্ক্রিনলাইফ জঁরের কোনও সিনেমার প্রেক্ষাপট বুঝি। বাবিল খান কয়েকদিন আগে 'লগআউট' নামের এমনই একটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। সেখানে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। সে সোশ্যাল মিডিয়াতেই বাঁচে। কিন্তু একদিন তাঁর ফোন, সোশ্যাল হ্যান্ডলই জীবনে বিপদ ডেকে আনে। ছবিমুক্তির আগে ইনস্টাগ্রামে বলিউডের অন্ধকার দিক নিয়ে এমন ভিডিয়ো দেখলে হয়তো ভাবতাম ছবিটির জন্য অভিনব প্রচার পদ্ধতি বেছেছেন তিনি (সে সম্ভাবনা এখনও

এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। কারণ ছবিটি মুক্তি পেয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে, ফলে প্রচারের সময়সীমাও নেই)।
বাবিল খানের এই ভিডিয়ো যেন ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ২০২০ সালে। যখন সুশান্ত সিংহ রাজপুতের রহস্যময় মৃত্যুর পর বলিউডের আঁধারময় পৃথিবী এসেছিল ফোকাসে। তবে বাবিলের এই ঘটনার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া: ১) বাবিল নেশা করে ভিডিয়োটি করেছিলেন (ঠিক যেমন 'লগআউট' ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্র করে)। ২) সুশান্তের মতো বাবিলকেও বলিউডের মেনস্ট্রিম শিল্পীরা কোণঠাসা করে দিয়েছেন। ৩) প্রবলভাবে মানসিক অবসাদের শিকার তিনি।



■ হুমা কুরেশির সঙ্গে বাবিলের কথোপকথনের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়

গোড়ার কথা

২০১৮ সালে একটি রাউন্ড টেবিল বৈঠকে সমসাময়িক অভিনেতাদের সঙ্গে বসে ইরফান খান বলেছিলেন, তাঁর ছোট ছেলে আয়ান বেশ চালাক-চতুর, সিনেমা নিয়ে কোনও উৎসাহ নেই। কিন্তু বড় ছেলে বাবিল খুব ভালমানুষ, 'দুনিয়াদারি' জানে না। নিউরো এন্ডোক্রিন ক্যানসারে আক্রান্ত ইরফান যখন মারা যান (এপ্রিল, ২০২০), তাঁর গোটা পরিবার ভেঙে পড়বে, সেটাই স্বাভাবিক।

হুমা কুরেশি এগিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'এই ছেলেটাকে আমি একটা চড় মারতে চাই।' এই পুরো ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। এবং বাবিল 'বিরক্তিকর' এবং 'অসভ্য' বলে একটা রব ওঠে, যে বাবিল একসময় সোশ্যাল মিডিয়ার...



■ রাঘব জুয়াল ও সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর মাঝে বাবিল খান

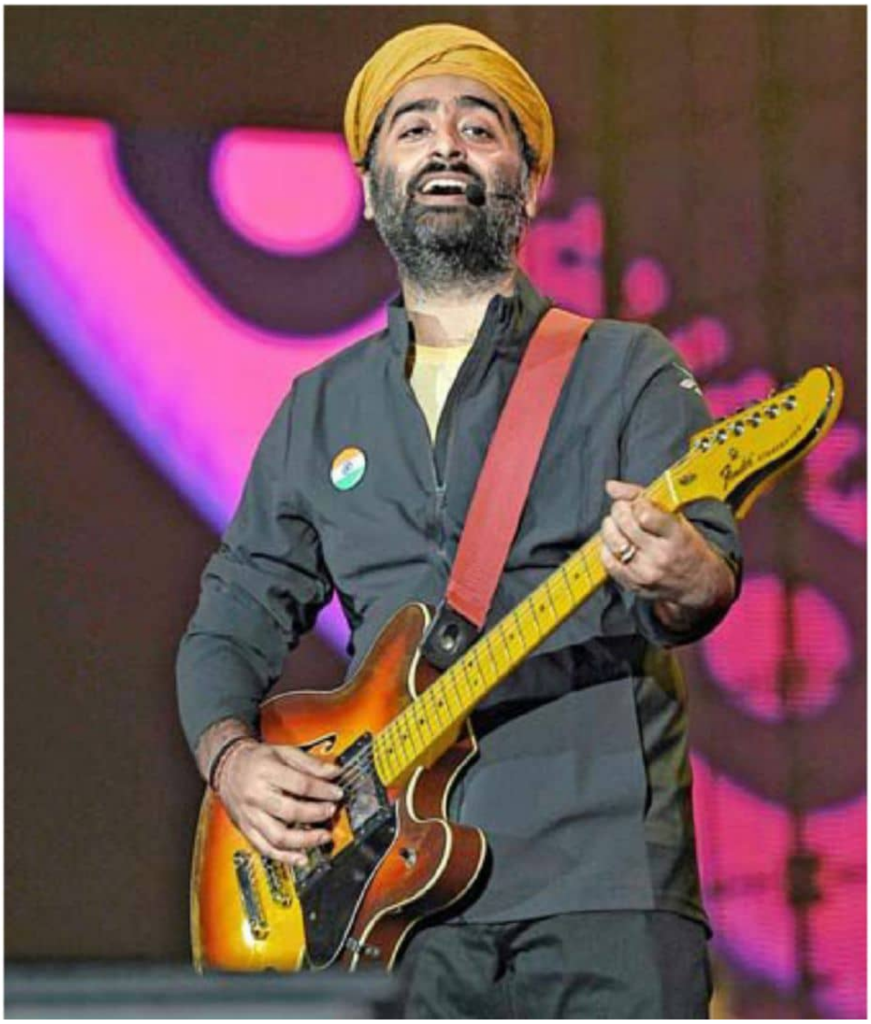
বাবিলও তেমনই ভেঙে পড়েন। তবে তার অনতিবিলম্বে বাবিলের অভিনয়ে অভিষেক হয়। অন্বিতা দত্তর 'কলা' ওয়েব ফিল্মে। সেই সময় বাবিলের প্রতি মানুষের অন্যরকম একটা সমবেদনা ছিল। বাপ-মরা ছেলে, বাবার সঙ্গে চেহারার মিল। মিডিয়ার সঙ্গে তাঁর দারুণ সম্পর্ক। পাপারাৎজ়ি দেখলে সাধারণত অভিনেতারা বিরক্তির ভণিতা করেন। সেই পাপারাৎজ়ির সঙ্গে বাবিলের দারুণ সম্পর্ক! বাবার সমসাময়িকদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে দেখা হলে টিপ-টিপ করে প্রণাম করছেন, নিজের সমবয়সিদের দেখলে আলিঙ্গন করছেন... সংবাদমাধ্যমে বাবিলকে নিয়ে প্রতিদিন খবর হচ্ছে, 'বাবিল বিনম্রতার মূর্তি'। নেপো-সন্তানরা শিখুক বাবিলের ব্যবহার দেখে! ২০২৪-এর শেষাশেষি ইরফানের স্ত্রী সুতপা শিকদার একটি অনুষ্ঠানে মিডিয়ার উদ্দেশে বললেন, "আমার ছেলেকে একা ছেড়ে দিন। প্রতিনিয়ত বাবার সঙ্গে তুলনা ওর অবসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে..." সংবাদমাধ্যমে তো প্রয়াত ইরফান কীভাবে ছেলেকে মানুষ করেছেন, সেই প্রশংসাই চলছিল। তবে কারা বাবিলের সঙ্গে বাবার তুলনা করলেন? তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার ফলোয়াররা? যে ফলোয়াররা একসময় কেবলই প্রশংসার কমেন্ট দিতেন, তাঁদেরই সমালোচনা বা নিন্দা কি বাবিলকে অবসন্ন করল?

অন্ধকারের প্রথম লক্ষণ

আর একটি সাম্প্রতিক ঘটনার অবতারণা করি। একটি ফ্যাশন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে ঢুকছিলেন বাবিল এবং হুমা কুরেশি। হুমা তাঁর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই বাবিল হুমাকে বলেন, 'ও (তৃতীয় কোনও ব্যক্তি) কেন আমার ফোন ধরছে না?' হুমা অস্বস্তিতে পড়ে বলেন, 'পরে কথা বলব।' বাবিল আবার তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, 'ও কি আমার উপর রেগে আছে?' হুমা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আমি কী করে জানব?' তারপর এগিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'এই ছেলেটাকে আমি একটা চড় মারতে চাই।' এই পুরো ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। এবং বাবিল 'বিরক্তিকর' এবং 'অসভ্য' বলে একটা রব ওঠে। বাবিল একসময় মিডিয়ার প্রতি অভিযোগও জানিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভিডিয়ো ছড়ানোর জন্য। তবে বড় প্রশ্ন হল,



অনন্যা পাণ্ডে, শনায়া কপূর এবং (নীচে) অরিজিৎ সিংহ এই ঘটনার কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি



কে বাবিলের ফোন ধরেননি বলে তিনি হুমাকে প্রশ্ন করছিলেন? এই প্রশ্ন তিনি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানেই বা কেন করলেন? ব্যক্তিগতভাবে কি হুমা বাবিলকে উত্তর দিচ্ছিলেন না? তাই অনুষ্ঠানে হুমাকে সামনে পেয়েই তিনি প্রশ্ন করতে শুরু করেন?

এখানেই ওঠে প্রশ্ন যে, বলিউড কি এভাবে একটি মানুষকে একঘরে করে দিতে পারে? ইন্ডাস্ট্রির 'নকল' আলিঙ্গন এবং কথোপকথনের জগতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে কি একের পর এক মানুষ অবসাদে চলে যেতে পারেন? সত্যি কথা বলতে কী, ইরফান খানের মৃত্যুর পরের সময়কালে বাবিলকে নিয়ে যেভাবে উত্তেজনা ছিল, তেমনটা এখন আর নেই। 'রেলওয়ে মেন'-এর মতো সিরিজ়ে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন, তবে সেভাবে চর্চায় আর ছিলেন না। কারণ দারুণ কোনও কাজ তিনি করেও দেখাতে পারেননি। হতেই পারে। অভিষেকের পর মাত্র চারবছর কেটেছে,

> ইরফান খানের মৃত্যুর পরের সময়কালে বাবিলকে নিয়ে যেভাবে উত্তেজনা ছিল, তেমনটা আর নেই। 'রেলওয়ে মেন'-এর মতো সিরিজ়ে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন, তবে সেভাবে চর্চায় আর ছিলেন না।

যে ইন্ডাস্ট্রিতে ব্রেক পেতে দশকেরও বেশি সময় ঘষটে যান কত প্রতিভাবান অভিনেতা, সেখানে বাবিল কী করে পরের পর কাজ করে যাবেন! বাবিল তাঁর ভিডিয়োতে যে নামগুলো নিয়েছেন, তাঁদের সকলকে এক বন্ধনীতে রাখা যাবে না। অর্জুন কপূর, অনন্যা পাণ্ডে, শনায়া কপূর স্টারকিড। আবার রাঘব জুয়াল, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, আদর্শ গৌরব একটু অন্যরকমের কাজ করেন। আর সকলের চেয়ে আলাদা নাম অরিজিৎ সিংহ! সিনেমার দুনিয়া তো দূরস্থান, তাঁর দেখা গানের জগতের মানুষও পান না। তাঁর দেখা পেতে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে যেতে হয় এড শিরানের মতো আন্তর্জাতিক তারকাকেও। রাঘব জুয়াল রিয়্যালিটি শো থেকে উঠেছেন। সঞ্চালনা, নাচের জন্য জনপ্রিয়। সম্প্রতি 'কিল' সিনেমায় প্রতিনায়কের ভূমিকায় ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন। সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী জ়োয়া আখতার, করণ জোহরের প্রযোজনা

সংস্থার নীলচক্ষু বালক। আদর্শ গৌরব ‘হোয়াইট টাইগার’, ‘গানস অ্যান্ড গুলাবস’-এর পর মেরিল স্ট্রিপের সঙ্গে ছবিতে অভিনয় করে ফেলেছেন! তাঁর ঝুলিতে রয়েছে আরও অনেক হলিউডের কাজ। সেই তুলনায় বাবিলের কাজের চর্চা অনেক কম। এরা ইন্ডাস্ট্রির বাইরের লোক হলেও জায়গা করে নিয়েছেন নিজেদের গুণে। হ্যাঁ, বাবিল ভাবতেই পারেন, বাবার সৌজন্যে তিনি হলিউডের লোকজনকে চেনেন। তাঁর সোশ্যাল হ্যান্ডলে টম হ্যাঙ্কসের সঙ্গে ছবি রয়েছে। ইরফান খান নিজের সময়ের অত্যন্ত সফল ক্রসওভার ভারতীয় অভিনেতা। তিনি ঢুকতেই পারতেন সেই জায়গায়। কিন্তু সেই জায়গায় সুযোগ পেলেন কিনা আদর্শ গৌরব!



■ মা সুতপা প্রতি পদক্ষেপে রয়েছেন বাবিলের সঙ্গে

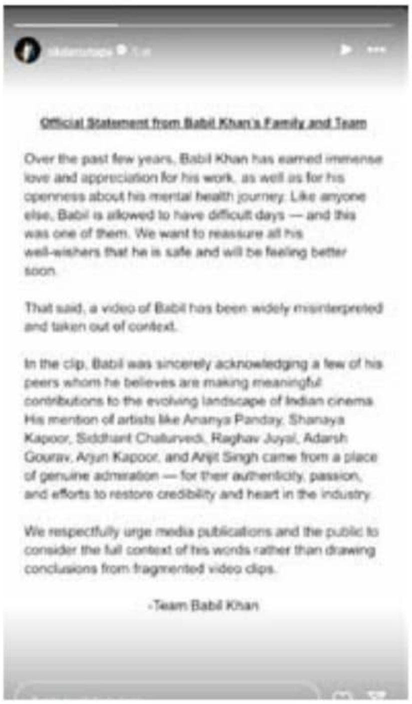


■ নিরাপদ আশ্রয়: বাবা ইরফানের কোলে বাবিল

রাঘব বলেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে বাবিলের মায়ের। বাবিলের একটি অ্যাংজাইটি অ্যাটাক হয়েছিল। সিদ্ধান্ত লিখেছেন, বাবিলের ভিডিয়োর চুলচেরা বিশ্লেষণ বন্ধ হোক। ইনস্টাগ্র্যামে ফিরেছেন বাবিল। কিন্তু...

আলগা ঢাকনা

বাবিল নিজের ইনস্টা হ্যান্ডল ডিলিট করার পর তাঁর ম্যানেজমেন্ট টিম থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, যার বক্তব্য, বাবিলের ভিডিয়ো থেকে একটি অংশ বিক্ষিপ্তভাবে নিয়ে তার ভুল মানে করা হয়েছে। তিনি আসলে উল্লেখিত ব্যক্তিদের প্রতি নিজের মুগ্ধতা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ বলিউড অত্যন্ত নকল দুনিয়া হলেও সেখানে অমুক অমুক ব্যক্তি ব্যতিক্রম! এঁরা বাবিলের বন্ধু! অনন্যা, শনায়া, অর্জুন, অরিজিৎ, আদর্শের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি বটে, তবে রাঘব এবং সিদ্ধান্ত যে তাঁর বন্ধুস্থানীয়, তেমনটা ইনস্টাগ্র্যাম থেকে অনুমান করা যায়। ছবি দেখে। সিদ্ধান্তের ছবির প্রিমিয়ার থেকে বেরিয়ে তিনজনে একসঙ্গে ছবি পোস্ট করেছিলেন, ঘরোয়া আড্ডার ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন। ফলে বাবিলের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। রাঘব বলেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে বাবিলের মায়ের। বাবিলের একটি অ্যাংজাইটি অ্যাটাক হয়েছিল। সিদ্ধান্ত লিখেছেন, বাবিলের ভিডিয়োর চুলচেরা বিশ্লেষণ বন্ধ হোক। ইনস্টাগ্র্যামে বাবিলের অ্যাকাউন্টও ফিরে এসেছে।



Official Statement from Babil Khan's Family and Team

Over the past few years, Babil Khan has earned immense love and appreciation for his work, as well as for his openness about his mental health journey. Like anyone else, Babil is allowed to have difficult days — and this was one of them. We want to reassure all his well-wishers that he is safe and will be feeling better soon.

That said, a video of Babil has been widely misinterpreted and taken out of context.

In the clip, Babil was sincerely acknowledging a few of his peers whom he believes are making meaningful contributions to the evolving landscape of Indian cinema. His mention of artists like Ananya Panday, Shanaya Kapoor, Siddhant Chaturvedi, Raghav Juyal, Adarsh Gourav, Arjun Kapoor, and Arijit Singh came from a place of genuine admiration — for their authenticity, passion, and efforts to restore credibility and heart in the industry.

We respectfully urge media publications and the public to consider the full context of his words rather than drawing conclusions from fragmented video clips.

-Team Babil Khan

■ বাবিলের টিমের পক্ষ থেকে দেওয়া প্রেস রিলিজ

এই ঘটনা বছর পাঁচেক আগে উসকে দেওয়া প্রশ্নগুলোকে আবার জাগ্রত করে। মানসিকভাবে ‘ভালনারেবল’ কোনও মানুষ কি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির উপযুক্ত নয়? এতটাই অন্ধকার এই জগৎ? সুশান্ত সিংহ রাজপুত মানসিক অবসাদের চিকিৎসা করাতেন। এখনও নিজের অবসাদ নিয়ে কথা বলেন দীপিকা পাড়ুকোন। নিজের কেরিয়ারের সফলতম বছরে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েন। তিনি তো অবসাদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রচুর কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্তও। দীপিকা পরিবার এবং কাছের মানুষের (রণবীর সিংহ) সহায়তা পেয়েছিলেন। সুশান্ত একা থাকতেন, পরিবার থাকত দূরে। ফলে হয়তো তিনি অন্ধকারের শেষে আলো দেখতে পাননি! তিনিও তো বহুবার বলিউডের নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করেছিলেন। বাবিলের পাশে তাঁর মা রয়েছেন। হয়তো নিজেদের মুখ বাঁচাতেই রাঘব জুয়াল বা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীরা বাবিলের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। না হলে তিনিও হয়তো কোনও চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতেন!

মডেল-অভিনেতা হর্ষবর্ধন রানে বলেছেন, 'ভাই বাবিল, তুমি বাবার অভিনয়শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরো, ফিল্ম পার্টি থেকে দূরে থাকো, নকল মানুষদের দূরে সরিয়ে দাও, আর নেশা কোরো না...' সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর পরও দীপিকাসহ অনেকের বিরুদ্ধে মাদকের নেশার অভিযোগ উঠেছিল। বাবিলের ভিডিয়ো দেখে প্রথমেই মনে হচ্ছে, তিনি নেশাচ্ছন্ন। অবসাদ বা গ্ল্যামার জগতে টিকে থাকার লড়াই একজনকে মাদকের পথে ঠেলে দিতেই পারে। কিন্তু সেখান থেকে বেরনোর পথ বন্ধ হয়ে গেলে মুশকিল।

এবার আরও কিছু কঠিন প্রশ্নে আসি। ইরফানের ভাষায় যে ছেলে নেহাতই 'ভোলাভালা', সে তখনই এই নিষ্ঠুর বলিউডে প্রবেশ করে, যখন বাবাকে হারিয়ে সে অবসন্ন। নিজেকে প্রস্তুত না করেই বাবিল নেমে পড়েছিলেন মাঝসমুদ্রে। ইরফান তো দীর্ঘদিন নিজের শিল্পকে ঘষামাজা করে ব্রেক পেয়েছিলেন। বাবিলের জন্য একটা প্রাথমিক মঞ্চ তৈরিই ছিল। বিশেষত ইরফানের অকাল, আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি সমবেদনা এত চরমে ছিল যে, বাবিলের



■ বলিউডের দুনিয়ায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি সুশান্ত সিংহ রাজপুত

সাফল্য ছিল নিশ্চিত! সেই সুবর্ণ সুযোগকে কি কোথাও ব্যবহার করার প্রলোভন ছিল না বাবিল বা তাঁর পরিবারের মধ্যে? তাঁর সমসাময়িকরা যখন কাজের জন্য নানা সাক্ষাৎকারে কথা বলছেন, তখন বাবিল মা সুতপার সঙ্গে পডকাস্ট করছেন বাবাকে নিয়ে। প্রতিভাবান এবং সফল পিতার লেগ্যাসি ধরে রাখা সহজ নয়। তার উদাহরণ তো খোদ অভিষেক বচ্চন! তবে নিজের মানসিক স্বাস্থ্যকে অবহেলা করে, প্রস্তুতি না নিয়ে কি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মতো কঠিন ঘাঁটিতে প্রবেশ করা উচিত

> নিজেকে প্রস্তুত না করেই বাবিল নেমে পড়েছিলেন সমুদ্রে। ইরফান তো দীর্ঘদিন নিজের শিল্পকে ঘষামাজা করে ব্রেক পেয়েছিলেন। বাবিলের জন্য প্রাথমিক মঞ্চ তৈরিই ছিল। বিশেষত ইরফানের অকাল, মৃত্যুর পর

কাজ?
দ্বিতীয় প্রশ্ন, সোশ্যাল মিডিয়ার কুফল নিয়ে তৈরি সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে বাবিল কিছুই শিখলেন না? ইনস্টা-জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নিজের ক্ষোভপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ইনস্টাগ্র্যামকে বেছে নিলেন? ইনস্টাগ্র্যাম থেকে বেশিদিন দূরে থাকতেও পারলেন না। ঘটনার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে রি-অ্যাক্টিভেট করলেন অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা, এই একই বিষয়ে নির্মিত অনন্যা পাণ্ডে অভিনীত 'কনট্রোল' ছবিটি জনপ্রিয় হয়েছিল বলে 'লগআউট'-এর দর্শক বাড়ানোর জন্য এমন প্রচারকৌশল নিলেন না তো বাবিল? 'নকল বলিউড'-এ টিকে থাকতে কৃত্রিমতার পথই কি বেছে নিলেন তিনি?
প্রশ্নের উত্তরও বলিউডের আঁধারেই হারিয়ে যাবে। অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের মতো জ্বলজ্বল করবে কেবল 'বলিউড'।



■ অবসাদ নিয়ে এখনও সোচ্চার দীপিকা



আমার শৈশবকাল

তাঁর শৈশবের একটা সময় কেটেছে বাংলাদেশে আর একটা এপার বাংলায়। কিন্তু বাংলাদেশে যতটা স্বচ্ছল অবস্থায় বড় হয়েছেন, এখানে এসে তিনি ও তাঁর পরিবার পড়েন আর্থিক অনটনে। আনন্দলোক-এর জন্য লেখা আত্মজীবনীতে **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়** ফিরলেন শৈশবে। এবার **দ্বিতীয় পর্ব**

আগের সংখ্যায় আমি আমার জীবনী শুরু করেছিলাম উত্তমকুমারকে নিয়ে। ব্যক্তিগত পরিসরে উত্তমদার সঙ্গে প্রায় সব স্মৃতিই শেয়ার করেছি। শেষে গিয়ে আসি সর্বেন্দ্রর প্রসঙ্গে, যে আমার জীবনে উত্তমদার পর দ্বিতীয় পুরুষ। কিন্তু এই সংখ্যায় সর্বেন্দ্রর গল্পে আর যাচ্ছি না, সে প্রসঙ্গে আবার



■ খুদে সাবিত্রী

না হয় পরে আসব। এবার বরং ফিরে দেখি আমার শৈশবকালকে। তা কিন্তু বেশ বৈচিত্রময় ছিল। একটা সময় কেটেছে ওপার বাংলার কমলাপুরে আর পরবর্তীকালে চলে আসি কলকাতায়। আমার ক্ষেত্রে এই দুটো জায়গাই খুব ভিন্ন ছিল কারণ বাংলাদেশে আমি যতটা স্বচ্ছল পরিবেশে বড় হয়েছি, কলকাতায় গিয়ে ততটাই আর্থিক অভাব-অনটন দেখতে হয়েছে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিন্তু আপনার বেড়ে ওঠাকেও প্রভাবিত করে। তবে সেই সময়কার পুরোটাই আমার এখনও ছবির মতো মনে রয়ে গিয়েছে। ওই যে বলে না, শৈশবকাল আপনার জীবনের সেরা সময়।

আম, জামরুল, লিচু গাছ আর আজানের সুর

আমার জন্ম বাংলাদেশে কুমিল্লার হাজিগঞ্জে। তবে বড় হয়েছি ঢাকার কমলাপুরে। বাবা ছিলেন স্টেশন মাস্টার। ওখানকার কমলাপুর স্টেশনেই বাবার ডিউটি ছিল। আমরা ছিলাম দশ বোন, আমি সবচেয়ে ছোট। আগেকারদিনে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে হত, তাই আমার উপরের অনেক দিদির-ই আমার জন্মের আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাই কয়েকজন দিদিকে আমি সেরকমভাবে দেখিওনি, হয়তো কখনও শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি এসেছে, তখন দেখা হয়েছে। তবে পিঠোপিঠি বোনদের মধ্যে খুব সখ্য ছিল। আমি বরাবর খুব দুষ্টু ছিলাম। বাবা গাছ ভীষণ ভালবাসতেন এবং আমাদের বাড়ির চারপাশ জুড়ে প্রচুর গাছ লাগাতেন। আমগাছ, জামরুলগাছ, লিচুগাছ...আর ধীরে-ধীরে এই গাছ হয়ে ওঠে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। ছোটবেলায় গাছের সঙ্গে আমি কথা বলতাম, আমার মনের সব দুঃখ-কষ্ট, ভাললাগা, সব ওই গাছগুলো জানত। আমি গাছের মধ্যে গিয়ে শুয়েও থাকতাম। বাড়িতে আমাকে না পাওয়া গেলে সকলে জানতেন আমি কোনও একটা গাছে শুয়ে আছি। বাবা একটা মাছের পুকুরও করেছিলেন। সেটাও আমার ভীষণ প্রিয় জায়গা ছিল। আমি প্রায়ই গিয়ে মাছদের খাওয়াতাম। এমনিতে বাবা খুব কড়া স্বভাবের ছিলেন কিন্তু কখনও গায়ে হাত তুলতেন না। বাবার ভয়ে এমনিতেই সকলে কাঁপত। মা ছিলেন অনেক ঠান্ডা স্বভাবের। মায়ের কাছেই আমি সব আবদার করতাম। আমার ছোটবেলায় সবে দেশভাগ হয়েছে। দেখতাম, ওপার থেকে অনেক মুসলিম পরিবার আমাদের এদিকে চলে আসছে। তবে কেন আসছে, সেসব কিছু বোঝার মতো বয়স বা মানসিক গঠন ছিল না। গাছের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি আমার আজানের সুর শুনতে খুব ভাল লাগত। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা মসজিদ ছিল। সেখানে যখন সকাল-বিকেল আজান হত, আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কী সুন্দর সেই সুর। নদী, নালা, গাছপালা, এরমধ্যেই আমার শৈশব কেটেছে। আমার দাদু শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় খুব নামকরা মোক্তার ছিলেন, আমাদের ওখানে সকলেই দাদুকে খুব সম্মান করতেন। কর্মসূত্রে তিনি কুমিল্লার হাজিগঞ্জে থাকতেন। আর আমাদের আদি বাড়ি ছিল বিক্রমপুর জেলার কনকসারে। মনে আছে, প্রত্যেকবছর দুর্গাপুজোতে আমি মা-বাবার সঙ্গে সেখানে যেতাম। দাদুও আসতেন। আমার জীবনে দাদুর খুব প্রভাব ছিল। উনি আমাকে প্রচুর গল্প শোনাতেন, উপদেশ দিতেন। দুর্গাপুজোটা স্পেশ্যাল হত দাদুর সঙ্গে দেখা হবে বলে। দাদু খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। লম্বা, ফর্সা, টিকোলো নাক। দাদুকে দেখলে এমনিতেই যে কারও ওঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মাত। দিদা

> ছোটবেলায় গাছের সঙ্গে কথা বলতাম, আমার মনের সব দুঃখ-কষ্ট, ভাললাগা, সব ওই গাছগুলো জানত। গাছের মধ্যে গিয়ে শুয়েও থাকতাম। বাড়িতে আমাকে না পাওয়া গেলে সকলে জানতেন আমি কোনও একটা গাছে শুয়ে আছি



■ 'শ্রেয়সী' ছবির মহরতে সকলে

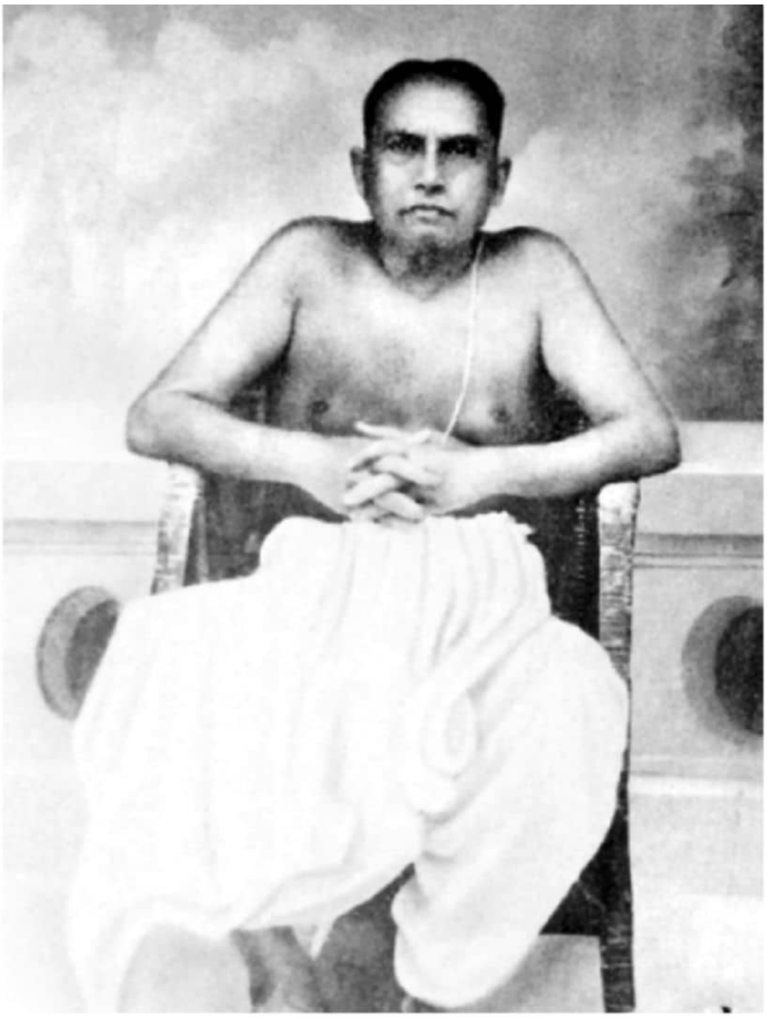
কিন্তু একদম বিপরীত মেরুর ছিলেন। উচ্চতায় খাটো, শ্যামলা গায়ের রং আর ব্যক্তিত্বও বেশ দুর্বল ছিল। আমি তখন মাঝেমধ্যে ভাবতাম, দাদু কীভাবে দিদাকে বিয়ে করলেন! তাঁদের জুটি একেবারেই ম্যাচ করে না। ভাবুন কী পাকা ছিলাম আমি! আমার বাবার খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়েছিল। তবে বাবা-মায়ের মধ্যে দারুণ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। পরে অন্যদের মুখে শুনেছি, গ্রামের লোক ও আত্মীয়স্বজনরা একটা সময় আমার মাকে খুব হেনস্থা করেছেন। কারণ মা পরপর কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। সেই সময় তো সকলেই পুত্র সন্তানের জন্য মুখ চেয়ে বসে থাকতেন। কন্যা সন্তান মানেই অশুভ। ন'বার ব্যর্থ হওয়ার পর আমি ছিলাম মা-বাবার শেষ আশা। অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, দশমবারে পুত্র সন্তান হবেই। আমার জন্মানোর পরপরই এক অসম্ভব অপরাধবোধে মা জ্ঞান হারিয়েছিলেন। কিছুতেই জ্ঞান ফিরছিল না। কিন্তু তখন সমাজ এতটাই রক্ষণশীল ছিল যে, খুব কঠিন কিছু না হলে বাড়ির মহিলাদের বাইরে পুরুষ ডাক্তারদের কাছে নিয়ে যাওয়া হত না। তাই মাকে নাকি অনেকক্ষণ ওইভাবে ফেলে রাখার পর, অবশেষে বাবা জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি শুনেছি, আমিও মেয়ে হওয়ায় মা নিজেও খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আমার জন্মের পর বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। কারণ দশমবারেও যখন পুত্র সন্তান এল না, তখন সকলেই

> গ্রামের লোক ও আত্মীয়স্বজনরা একটা সময় আমার মাকে খুব হেনস্থা করেছেন। কারণ মা পরপর কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। ন'বার ব্যর্থ হওয়ার পর আমি ছিলাম মা-বাবার শেষ আশা। কিন্তু...

হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। বড় হয়ে আমি এই প্রসঙ্গে মা-কে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু মা বরাবর আমাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে আজ আমি মনে করি, একটি পুত্রসন্তান যা করতে পারত, আমি তার কোনও অংশে কম যাইনি। আমিও জীবনে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি এবং পরিবারের নাম রেখেছি।

এক সপ্তাহের জন্য গিয়ে পাকাপাকিভাবে থেকে গেলাম কলকাতায়

আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতে এক ছেলের মারাত্মক টাইফয়েড রোগ হয়। সেই সময় তো ওপার বাংলার গ্রামগঞ্জে চিকিৎসার সেরকম সুব্যবস্থা ছিল না। ছেলেটির টাইফয়েড এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে



■ সাবিত্রীর বাবা (উপরে) ও মা (নীচে)





■ গাছ ছিল তাঁর প্রিয় বন্ধু। কলকাতায় আসার পর বাংলাদেশে ফেলে আসা গাছগুলিকে বড় মিস করতেন সাবিত্রী

ওর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তখন ওর পরিবারের লোকেরা ঠিক করেন ছেলেটিকে নিয়ে কলকাতায় যাবেন উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য। খবরটি শুনে আমার মনে ইচ্ছে জাগে, আমিও ওঁদের সঙ্গে কলকাতায় যাব। আমার তখন আট-ন'বছর বয়স হবে। কলকাতা নিয়ে মনে একটা ফ্যান্টাসি ছিল। অনেকের মুখে আমি কলকাতা সম্পর্কে প্রচুর গল্প শুনেছিলাম। বিশাল বড় শহর, দোতলা বাস চলে, বড়-বড় বাড়ি ঘর। আমার মনে জেদ চেপে গেল, আমি কলকাতা যাবই। বাবা শুনে প্রথমে খুব রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ছিলাম নাছোড়বান্দা। আমি বললাম, ওঁরা তো চিকিৎসার জন্য মাত্র একসপ্তাহ কলকাতাতে থাকবেন, তারপর আবার ওঁদের সঙ্গে ফিরে আসব। অগত্যা বাবা আমার জেদের সামনে মাথা নত করেন এবং আমি আনন্দে প্রায় নাচতে-নাচতে সেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে কলকাতা পাড়ি দিই। কিন্তু তখন কী আর জানতাম যে সেই কলকাতায় আসার পর বাংলাদেশে আর ফেরাই হবে না!

যে প্রতিবেশীর সঙ্গে এসেছিলাম, ওঁরা আমাকে শ্যামবাজার থেকে বরানগর অবধি পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যান! ওদেরও আইডিয়া ছিল না। এখনও মনে আছে, অতটা পথ পায়ে হেঁটে আমার যা নয় তাই অবস্থা হয়েছিল। পা ফুলে ঢোল!

আমার কয়েকজন দিদি দেশভাগের আগেই কলকাতায় চলে এসেছিলেন। শ্যামবাজারের কাছে কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে ছিল মেজদির (অষ্টম দিদি) শ্বশুরবাড়ি। মেজদি অবশ্য থাকতেন জলপাইগুড়িতে। ওঁর ছেলে ওখানে অফিসে কাজ করত। দিদির শ্বশুরমশাই ছিলেন বরানগর থানার ওসি। যে প্রতিবেশীর সঙ্গে এসেছিলাম, ওঁরা আমাকে শ্যামবাজার থেকে বরানগর অবধি পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যান! আসলে ওঁরাও তো কলকাতায় নতুন, তাই খুব একটা আইডিয়া ছিল না। এখনও মনে আছে, অতটা পথ পায়ে হেঁটে আমার যা নয় তাই অবস্থা হয়েছিল। পা ফুলে ঢোল। এদিকে থানায় পৌঁছে আমার দিদির শ্বশুরমশাই যখন শোনেন যে অতটা পথ আমারা পায়ে হেঁটে এসেছি, উনি খুব রেগে গিয়েছিলেন। আমার সেই প্রতিবেশীদের বলেছিলেন, 'আপনারা এইটুকু একটা মেয়েকে এতটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে এলেন। আপনাদের এখুনি জেলে ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে!' সেই প্রতিবেশীরা তো ভয় পেয়ে কোনওরকমে আমাকে সেখানে ফেলে রেখে ছুট লাগালেন! আমি কিন্তু ভারী মজা পেয়েছিলাম। দিদির শ্বশুরমশাইকে আমার বেশ লেগেছিল। উনি আমাকে ওখানে পুলিশ কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন, কিন্তু দিন দুয়েক



■ নাটকের জন্য পুরস্কার পাচ্ছেন সাবিত্রী

পরেই ওঁর বদলি হয়ে যায় জয়নগর থানায়। আমাকে সঙ্গে করে উনি জয়নগর নিয়ে যান। ওখানে পৌঁছে আমি বাবাকে চিঠি লিখি। বাবা উত্তরে লেখেন, 'তুমি এখন এসো না। আমি পরের চিঠিতে বিস্তারিত জানাচ্ছি।' পরের চিঠিতে লিখলেন, দেশভাগের জন্য সকলেই কলকাতায় চলে আসবেন। তাই আমাকে আসতে বারণ করেন। দিদিকেও চিঠিতে লেখেন, 'সাবিত্রীকে এখন আর পাঠাস না।'

আমি পেতাম কুড়ি টাকা কিন্তু দালাল নিয়ে নিত দশ টাকা

সেই সময়টা আমি অনেক ছোট, কিসের ভিত্তিতে এই দেশভাগ বা কেন এই দেশভাগ, সেটা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আমি যেখানে বড় হয়েছি, যে গাছগুলোর সঙ্গে দিনের পর দিন গল্প করেছি, শুয়ে থেকেছি, আমার গ্রামের সেই খাল, নদী, সেখানে আর ফিরে যেতে পারব না...এটা ভেবে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম এবং কান্নাকাটিও করেছিলাম। নিজের উপরেও খুব রাগ হয়েছিল যে কেন আমি কলকাতায় এলাম! তা না হলে তো



■ একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে

> বাংলাদেশের বাড়িটা এতই বড় ছিল যে হাডুডু খেলা যেত। আর কলকাতায় যে বাড়িতে আমরা থাকা শুরু করলাম সেটা ছিল একটা...

আমি ওখানেই থাকতে পারতাম।

যাই হোক, মাসখানেকের মধ্যে ওপার বাংলা থেকে বাবা, মা আর আমার নবম দিদি সকলে মিলে কলকাতায় চলে এলেন। বাকি সব দিদিদেরই তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। দিদির সেই শ্বশুরমশাইয়ের সৌজন্যে প্রথমে ভবানীপুরের কাছে একটা বাড়িতে বাবারা ওঠেন। কলকাতা পর্ব থেকেই শুরু হয় আমাদের আর্থিক অনটন। বাংলাদেশের বাড়িটা এতই বড় ছিল যে, সেখানে সকলে মিলে হাডুডু খেলা যেত। আর কলকাতায় যে বাড়িতে আমরা থাকা শুরু করলাম, সেটা ছিল একটা স্কুলবাড়ির দোতলায়। একটা শোয়ার ঘর আর নীচে রান্নাঘর ও বাথরুম। এখানে ক্লাস থ্রি-তে ভিক্টোরিয়া স্কুল-এ ভর্তি হই। পরে মায়ের কাছ থেকে শুনেছি যে, আমার স্কুলে ভর্তি হওয়ার টাকা এবং আমাদের অনেক খরচই আমার সেই মেজদি দিতেন। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, একজন মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে বাপের বাড়ির সংসার চালানো মোটেই সহজ ছিল না। তাই সেটাও একটা সময় বন্ধ হয়ে গেল। কলকাতায় আসার



শুটের মাঝে আয়নায় নিজেকে দেখে নিচ্ছেন সাবিত্রী

পর বাবা আর তেমন কাজের জোগাড় করে উঠতে পারেননি। যা জমানো টাকা ছিল তার অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকে এখানে সবকিছু নিয়ে আসতে এবং এখানে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য খরচে প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে বাবা আমাদের বাংলাদেশের বাড়ি বিক্রি করে কিছু টাকা পান। সেই দিয়ে টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োর উল্টোদিকের গলিতে তিন-সাড়ে তিন কাঠা জমির উপর একটা বাড়ি ভাড়া নেন। তখন আমি রমেশ মিত্র ইনস্টিটিউটে ভর্তি হই। অনুরোধ করে স্কুলের মাইনে অর্ধেক করানো হয়েছিল। একটা সময় আসে যখন বাবার পকেটে দশ টাকাও ছিল না। আর সেই সময় দেশভাগের পর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে তীব্র অস্থিরতা চলছে, বাংলাদেশ থেকে কারও কাছ থেকে টাকা আনাও কঠিন ছিল। ওখানে আমাদের জমিগুলোও বেকার রাখা ছিল। খুব রাগ হত জানেন? আমাদের জমি অথচ আমরা পাচ্ছি না! এদিকে টাকার অভাবে আমাদের কী অবস্থা! কখনও কখনও এক বেলা ফেনা ভাত খেয়ে থাকতাম। কারণ ফেন ফেলে দিলে ভাত কমে যাবে। তখন মাও অসুস্থ, আমার নবম দিদি যাঁকে আমি সোনাদি বলে ডাকতাম, তিনি-ই সংসার সামলাতেন। বিকেল হলেই আমি আর দিদি বাড়ি-বাড়ি ঘুরতাম, যদি কোথাও খাবার জুটে যায়। কতদিন গিয়েছে, আমি আর দিদি একটা রসগোল্লা ভাগ করে খেতাম। একদিন দিদি মিষ্টিটা খেতেন আর আমি রসটা, আর একদিন আমি মিষ্টিটা খেতাম দিদি রসটা। কী কষ্টে কেটেছে সেই সময়টা কল্পনা করতে পারবেন না। এখনও মনে পড়লে চোখে জল চলে আসে। একটা নাচের দল থেকে ওখানে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব আসে। তখন এমন দুর্দশা যে, বাবা রাজি হয়ে যান। আমি স্কুল থেকে মাঝেমধ্যে ছুটি নিয়ে সেই দলের সঙ্গে অনুষ্ঠান করতে যেতাম। কখনও কখনও একমাস টানা অনুষ্ঠান থাকত দিল্লিতে। কলকাতায় প্রতি শো ২০ টাকা করে পেতাম। তার মধ্যে দালাল ১০ টাকা নিয়ে নিত। আর বাইরে শো থাকলে ৫০ টাকা, দালাল নিত ২৫ টাকা। সব টাকা বাবার হাতে তুলে দিতাম। আর বাবা আমাকে স্কুলে টিফিনের জন্য চার আনা করে পকেটমানি দিতেন। আমি সেখান থেকে টাকা বাঁচিয়ে এবং বাসে ট্রামে না চেপে হেঁটে এসে, রাসবিহারী মোড়ে একটি দোকানে রাংতা জড়ানো পান খেতাম! হ্যাঁ, সেই সময় থেকেই আমার পানের নেশা ছিল যা এখনও রয়ে গিয়েছে। পান না হলে আমার চলবেই না। এই পানের দোকানে কিছুদিন হল লক্ষ করলাম একটি লোক, অদ্ভুত দেখতে, আমাকে প্রতিদিন এসে হাঁ করে দেখত। আমাকে অনুসরণও করত। আর সেই অজানা লোকটিই আমার জীবন বদলে দিল!

> বিকেল হলেই আমি আর দিদি বাড়ি-বাড়ি ঘুরতাম, যদি কোথাও খাবার জুটে যায়। কতদিন গিয়েছে, আমি আর দিদি একটা রসগোল্লা ভাগ করে খেতাম

ক্রমশ...

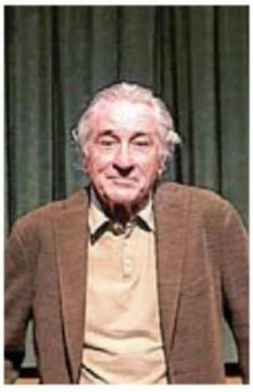
HOLLYHO















জিজি হাদিদ ও ব্র্যাডলি কুপার।



তাঁদের চুম্বনের ছবি

আর বিলম্ব নয়

ব্র্যাডলি কুপারের সঙ্গে নিজের সম্পর্কে সিলমোহর দিলেন সুপারমডেল জিজি হাদিদ। অসমবয়সী এই দুই মানুষের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের নানা ছবি ইন্টারনেটে বহুদিন ধরেই ছড়িয়েছে। ব্র্যাডলির প্রাক্তন প্রেমিকা ইরিনা শায়েকই জিজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়েছিলেন। এবং ২০২৩ থেকে দু'জনের প্রেমের গুঞ্জন। যাই হোক, নিজের ৩০ বছরের জন্মদিনের নানা ছবি জিজি ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেছিলেন। তার মধ্যে একটিতে তিনি এবং ব্র্যাডলি কুপার চুম্বনরত। ফলে আর কোনও গুঞ্জন নয়, স্পষ্ট প্রেমের গান বাজছে। নিন্দুকদের মুখে ছাইভস্ম দিয়ে দিলেন জিজি নিজেই।

ছবিঘর

১


মানুষের মন ভাল নেই। চারিদিকে যুদ্ধের খবর। তবে তার মধ্যেও সেলেব্রিটিরা কিন্তু নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী হল আনন্দলোক

২


৩




৪



৫



১

২

৩

৪

৫

৬

৭ মুম্বইয়ে বিনোদন জগৎ কেন্দ্রিক একটি টক শোয়ে বক্তা আমির খান

৮ লগ্নজিতা এবং শিলাজিতের ঘরোয়া আড্ডা





৮



১০





৯ ‘কিলবিল সোসাইটি’র স্পেশ্যাল স্ক্রিনিংয়ে কোয়েল মল্লিক ও কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৃজিত মুখোপাধ্যায়

১০ ক্যাকটাস-এর শোয়ে মঞ্চে একসঙ্গে সিধু-পটা

১১ ‘আড়ি’র বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত দেব

১২ একটি ফ্যাশন ইভেন্টে একসঙ্গে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও রিচা শর্মা



১৩ মেয়েকে নিয়ে স্কুলের পথে শুভশ্রী

১৪ ‘শ্রীমান ভার্সাস শ্রীমতী’ ছবির প্রিমিয়ারে অঞ্জনা বসু, বিশ্বনাথ বসু এবং চিরঞ্জিত

১৫ মুম্বইতে ‘রেড ২’ ছবির প্রিমিয়ারে সৌরভ শুক্ল, বাণী কপূর ও অজয় দেবগন



১৪



১৫



১৩

ছবিগুলো তুলেছেন
অনির্বাণ সাহা: ৪, ৯, ১১
বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু: ১, ১৪, ১৮







১৬ কলকাতার একটি চাইনিজ় রেস্তরাঁতে স্পেশ্যাল মাদার্স ডে মেনু লঞ্চে সৌরসেনী মৈত্র, ঐশ্বর্যা সেন, শ্রাবন্তী এবং দেবাদিত্য চৌধুরী

১৭ লন্ডনে শো করতে গিয়ে বাংলা ব্যান্ড পৃথিবী-র ফোটোশুট

১৮ একটি অনুষ্ঠানে স্বমহিমায় ক্যামেরার সামনে ধরা দিলেন মনামী ঘোষ



■ বাণী কপূর

বাণীর সিদ্ধান্ত

ভারতে মুক্তি পাবে না কোনও পাকিস্তানি ছবি। পাকিস্তানের তারকারাও আপাতত নিষিদ্ধ ভারতে। সেই আবহেই নিষিদ্ধ করা হল 'আবির গুলাল' ছবিটি। কারণ এই ছবিতে অভিনয় করেছেন পাক অভিনেতা ফওয়াদ খান। বিপরীতে ছিলেন অভিনেত্রী বাণী কপূর। এত দিন ছবিটি নিয়ে একাধিক প্রচারমূলক পোস্ট তিনি করেছেন নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায়। কিন্তু বিতর্ক এড়াতে এবং কুমন্তব্যের হাত থেকে বাঁচতে, সেই সব মুছে দিলেন বাণী। 'আবির গুলাল' ও ফওয়াদ খান নিষিদ্ধ হওয়ার পর ছবির টিমের পক্ষ থেকেও ডিলিট করা হয়েছে একাধিক পোস্ট। অনুমান করা যায়, সরকারের সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক মহলের হুমকির পর কার্যত বাধ্য হয়েই এমন কাজ করেছেন অভিনেত্রী ও সিনেমার সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীরা।

ফের জুটিতে

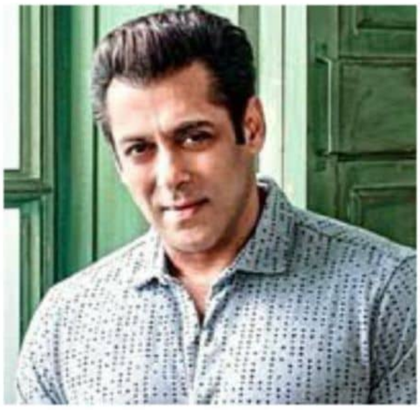
মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়ে অভিনয়ে ফিরছেন দীপিকা পাড়ুকোন। হাতে রয়েছে বেশ কিছু বিগ বাজেটের ছবি। এর মধ্যে অন্যতম শাহরুখের ছবি ‘কিং’। এর পাশাপাশি আবারও প্রভাসের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন দীপিকা। এর আগে ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন দীপিকা-প্রভাস। এবার শোনা যাচ্ছে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত ‘স্পিরিট’ ছবিতে দেখা যাবে তাঁদের। অনেক আগেই এই ছবির অফার পেয়েছিলেন দীপিকা। কিন্তু ছুটিতে থাকায়, সেই কাজ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তবে ছবির প্রাক-প্রযোজনার কাজে বেশ কিছুটা দেরি হওয়ায় এখন ছবিটি করতে রাজি হয়েছেন দীপিকা।



দীপিকা ও প্রভাস

সারার প্রেমে সিদ্ধান্ত?

অমিতাভ বচ্চনের নাতনি নব্যা নভেলি নন্দা অতীত। বর্তমানে সচিন তেন্ডুলকর কন্যা সারা তেন্ডুলকরকে ডেট করছেন অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। বি-টাউনে সর্বত্রই এই গুঞ্জন। পাপারাৎজির ক্যামেরায় প্রায়ই একসঙ্গে ধরা পড়তেন নব্যা-সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিগত কয়েক মাস নব্যা নয়, সিদ্ধান্তর সঙ্গী হিসেবে দেখা গিয়েছে সারাকে। কখনও ডিনারে, কখনও পার্টিতে, কখনও মুভি ডেটে... প্রেম করছেন তাঁরা। এ খবর প্রায় নিশ্চিত। সারার সঙ্গে এর আগে ক্রিকেটর শুভমন গিলের নাম জড়িয়েছিল। সেই ব্যাপারেও কেউ কখনও মুখ খোলেননি। শুভমনকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর ছিল, “হয়তো ডেট করছি, আবার হয়তো বা করছিও না”। বর্তমানে সিদ্ধান্ত-সারার ঘনিষ্ঠতায় অবশ্য সেই জল্পনার অবসান ঘটেছে।



সলমন খান

অন্য অবতারে

এবার দেশাত্মবোধক ছবিতে দেখা যাবে সলমন খানকে। পরিচালক অপূর্ব লাখিয়া ভারতে চিন সেনার অনুপ্রবেশ নিয়ে ছবি বানাচ্ছেন। সেই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে থাকবেন সলমন। সেনা আধিকারিকের চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। গলওয়ান উপত্যকায় ঘটে যাওয়া সেই ভয়াবহ ঘটনাকে পর্দায় দেখার জন্য আগ্রহী সকলেই। ২০২০ সালের সেই ঘটনার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করেছিলেন সলমন। এবার সেই ঘটনাকে সঠিকভাবে বড়পর্দায় তুলে ধরার কাজ তাঁর। ইতিমধ্যেই পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে ভাইজানের। ছবির চিত্রনাট্য বেশ পছন্দ হয়েছে সলমনের। সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরেই শুরু হবে শুটিং।



সারা তেন্ডুলকর, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী (ইনসেটে)



তিন ছেলের সঙ্গে নির্মল কপূর

শোকের ছায়া

মারা গেলেন নির্মল কপূর। মাতৃহারা হলেন অনিল কপূর, বনি কপূর এবং সঞ্জয় কপূর। মৃত্যুকালে নির্মলের বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। শারীরিক অসুস্থতার কারণে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ কিছু দিন ভর্তি ছিলেন তিনি। কপূর পরিবারে এখন শোকের ছায়া। জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে নির্মল দেবীর। খবর পাওয়ামাত্রই হাসপাতালে ছুটে আসেন খুশি, জাহ্নবী। এছাড়াও কপূর পরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন এই দিন। শেষ কাজেও পরিবারের সকলে ছিলেন একে অপরের পাশে।





আমার গায়কি আলাদা ছিল, তাই প্রতিষ্ঠা পেতে অনেক সময় লেগেছিল: হরিহরণ

৫০ বছর অতিক্রম করল তাঁর গানের কেরিয়ার। কিন্তু এখনও তাঁর গান সমস্ত প্রজন্মের কাছে সমান জনপ্রিয়। কলকাতায় এসে নিজের হোটেলরুমে বসে **হরিহরণ** খুললেন মনের দরজা। সামনে **আসিফ সালাম**

আপনার গানের ইউএসপি হল, সেগুলো সব প্রজন্মের কাছে সমানভাবে অ্যাপিলিং...

ধন্যবাদ। আসলে আমি গানটা হৃদয় দিয়ে গাই। আর যেই কাজ হৃদয় দিয়ে করা হয়, সেটা সব বয়সের মানুষকে সমানভাবে আকৃষ্ট করতে বাধ্য।

আপনার সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষক তো আপনার মা?

হ্যাঁ। মাত্র চার বছর বয়স থেকে মায়ের কাছে আমার সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ শুরু। মা একজন অসামান্য সঙ্গীত-সাধক। এই কথাটি বললাম কারণ, মা সত্যিই সঙ্গীতের সাধনা করেন। এখনও আমরা একসঙ্গে বসলে কোনও

গানের রাগ বা স্কেল নিয়েই কথা বলি। উনি আমাকে পরামর্শ দেন। মায়ের এখন ৯০ বছর বয়স।

তাই হয়তো ছোটবেলা থেকেই সব ধরনের গান শোনার কান তৈরি হয়ে গিয়েছিল আপনার?

ছোট থেকেই পরিবারে সব ধরনের গানের চর্চা হত। বম্বেতে কর্নাটকি পরিবারে বড় হয়েছি। তাই মায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা নিই। ওদিকে আমি পড়াশোনা করেছি ডন বস্কো স্কুলে। সেখানে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে আলাপ হয়। আর সাতের দশকে ভারতীয় সঙ্গীতের যাঁরা দিকপাল ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের গান শুনে বড় হয়েছি। বলিউড ও হিন্দি গানের সেরা সময় ছিল ওটি। বম্বে ওয়াজ় আ ভেরি গুড মেল্টিং পট দ্যাট টাইম।

আপনার উঠতি সময়ে বলিউডে প্রধানত যে সমস্ত গায়করা গাইতেন, আপনার গানের গলা বা গান গাওয়ার স্টাইল তাঁদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। সিনেমাতে গান পেতে এর ফলে কোনও সমস্যা হয়েছিল?

এই কথাটা তো আমাকে এখনও শুনতে হয়। অনেকেই বলেন, আমার গলা নাকি সিনেমার সঙ্গে ম্যাচ করবে না। তবে যখন কেরিয়ার শুরু করি, তখন তো আমি সুযোগই পেতাম না প্রায়। অধিকাংশই বলতেন, 'তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজ়িক করো। সিনেমার প্লে-ব্যাক তোমার জন্য নয়।' অনেকে আবার প্রথমে বলতেন আমি ক্লাসিক্যাল শিল্পী। তারপর তাঁরা বললেন, আমি গজ়ল শিল্পী। তারপর তাঁরা বললেন, গানে এত 'কাজ' করেন যে, মনে হয় কর্নাটকি প্রভাব বেশি। সব চুপচাপ শুনতাম (হাসি)। অনেকটা সময় লেগেছে তাঁদের ভুল প্রমাণ করতে। যেহেতু আমার গায়কি অন্যদের চেয়ে আলাদা ছিল, তাই প্রতিষ্ঠা পেতে অনেক সময় লেগেছিল। আসলে এক একজনের মানসিকতা, স্টাইল এক-একরকমের। আমার গানের স্টাইল কম্পোজ়ারদের বুঝতে সময় লেগেছিল। তারপর ওঁরা আমার জন্য গান বানান। স্ট্রাগল ওয়াজ় নট ফর সারভাইভ্যাল, ইট ওয়াজ় টু গেট ইয়োর স্টাইল অফ মিউজ়িক ইনটু দ্য মার্কেট। দেখতে-দেখতে আমার কেরিয়ারের ৫০ বছর হয়ে গেল!

এখনকার সময়ে এত রকমের প্রলোভন, প্রচার। এসবের মধ্যেও বিশুদ্ধ মনে সঙ্গীতচর্চা কতটা কঠিন?

কঠিন নয় খুব একটা। সঙ্গীত হোক বা অন্য কোনও পেশা, তা আপনি মন থেকে বেছে নেন। তাই পেশা যখন ভাল লাগার সমার্থক হয়, তাহলে সমস্যা কী? আপনি সাংবাদিক হয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনার মনের সায় ছিল। আপনার চারপাশেও তো এত প্রলোভন, কিন্তু আপনি যখন সাংবাদিকতা করেন তখন নিশ্চয়ই একশো শতাংশ সততার সঙ্গেই নিজের কাজ করেন। তাই না?

৫০ বছরের উপর কেরিয়ার। নতুন ধারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি?

আই হ্যাভ লিভড দ্য চেঞ্জ। সময়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়েছি। কিন্তু নিজের অরিজিনালিটি বদলায়নি। তাই হয়তো এতবছর টিকে গিয়েছি। তাই হয়তো যেটা আপনি প্রথমেই বললেন, সমস্ত প্রজন্মের কাছে আমার গান সমান অ্যাপিলিং।

আপনার সময় তো বলিউড মিউজ়িক নিয়ে সেরকম এক্সপেরিমেন্ট হত না। এখন কীরকম পরিস্থিতি?

বর্তমান সময়ে আবার এক্সপেরিমেন্টেশন বড্ড বেশি হয়। তার সঙ্গে বলিউড প্লে-ব্যাকে এখন গোটা বিষয়টি একদম সোজাসাপ্টা, স্ট্রেটজ্যাকেট। আপনাকে বলে দেওয়া হবে গানটা কীভাবে গাইতে হবে, কোন পিচে



মায়ের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে হরিহরণ



সম্প্রতি কলকাতায় একটি গজ়ল সন্ধ্যায় পারফর্ম করলেন হরিহরণ



■ রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে এ আর রহমানের সঙ্গে

গাওয়া হবে, কখন ইমোশন ভরে দিতে হবে, কখন কী করতে হবে ইত্যাদি। ইউ হ্যাভ নো টোনস নাও।

এখন কি গানে মেলোডি কমে গিয়েছে?

দেখুন, এখন সফটওয়্যার অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মনে রাখবেন, সফটওয়্যার গানের থেকে মেলোডি নিয়ে নেয় না। বরং, সফটওয়্যারকে ব্যবহার করেও দারুণ মেলোডি তৈরি করা যেতে পারে। কীভাবে আপনি তা ব্যবহার করছেন, সেটাই আসল। কম্পোজ়িশন, গানের কথায় 'সোল' থাকতে হবে। গানের লিরিক্স কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লিরিক্সে সেই সুঘ্রাণ না থাকলে গান শুষ্কই হবে (হাসি)। এখন অনেক ভাল গান তৈরি হয়। ভাল কম্পোজ়ার, ভাল গায়ক, ভাল লেখক সকলেই আছেন। ফিল্মের উপর নির্ভর করে। ফিল্মের পরিচালক যা নির্দেশ দেন, সেই অনুযায়ী গান তৈরি হয়।

এখনকার প্রজন্মের কোন শিল্পীকে আপনার পছন্দ?

সেরকমভাবে একজন-দু'জনের নাম বলতে পারব না, তবে বেশ কয়েকজন আছেন যাঁরা ভাল গাইছেন।

এ আর রহমানের সঙ্গে আপনার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। প্রচুর সুপারহিট গান জন্ম দিয়েছে আপনাদের জুটি। এই অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে কী বলবেন?

১৯৯১ নাগাদ 'রোজা'র ঠিক আগে আগেই রহমানের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। একটি জিঙ্গলের জন্য উনি বম্বে এসেছিলেন। আমার গজ়ল শুনে রহমান আমাকে ডেকে পাঠান। 'রিফ্লেকশন' বলে একটি অ্যালবাম করেছিলাম। রহমানের সেটি খুব পছন্দ হয়েছিল। একদম অল্প বয়স ছিল তখন, ওঁর ট্র্যাক শুনে মনে হল, এ তো একদম আলাদা। তারপর উনি বলেন, মণিরত্নমের সঙ্গে ছবি করছেন। সেখানে উনি আমাকে দিয়ে গাওয়াতে চান। 'ভারত হামকো জান সে' ছিল প্রথম গান। সেটা প্রথমে তামিলে রেকর্ড করি।



■ 'কলোনিয়াল কাজ়িনস' লেজ়লি লুইস ও হরিহরণ

এখনকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজ়িক নিয়ে আপনার কী মত?

ইটস গেটিং বেটার। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজ়িক হল রিয়াল মিউজ়িক। এমনটা নয় যে সিনেমার গান রিয়াল নয়। তবে সিনেমার গানের ক্ষেত্রে মাথায় চলতে থাকে, ছবির উপর এত টাকা বিনিয়োগ করা আছে। গান হিট করানোর চাপ থাকে। ইন্ডি মিউজ়িকে আপনি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন। ধরুন, আপনি অনেক টাকা খরচ করে বিয়ে করলেন। কোনও গ্যারান্টি আছে বিয়ে হিট হবে? তবে মন দিয়ে কাজ করলে নিশ্চয়ই হবে। ধরুন, কোক স্টুডিয়োর কথা। কী দারুণ সব কাজ হচ্ছে ওখানে!

গায়ক না হলে তো আপনি ফুটবলার হতেন? তাই না?

ফুটবল খুব ভালবাসি। কিন্তু অতটাও ভাল খেলতাম না (হাসি)। প্রথমে ব্রাজ়িল ছিল, পরে আর্জেন্তিনা আমার প্রিয় টিম হয়ে যায়। এছাড়া বার্সেলোনার খুব বড় ভক্ত বরাবরের। আমার আশা, ভারতও একদিন বিশ্বকাপে যাবে। এত দীর্ঘ সময় ধরে আমরা ফুটবল খেলছি। ফ্রান্স-সহ সব বড় খেলিয়ে দেশেই প্রচুর ইনস্টিটিউশন আছে। তরুণ খেলোয়াড়রা সেখানে খেলতে যান। হাউজ় স্কুলিং হয়, আর ফুটবল খেলে বাচ্চারা। যেভাবে ওদের খাওয়াদাওয়া, এক্সারসাইজ়ের রুটিনই আলাদা। ওভাবে চেষ্টা করলে আমাদেরও হবে। মানে বিশ্বকাপ খেলার মতো ফুটবলার তৈরি করতে হলে তাদের একদম শৈশব থেকে গাইড করতে হবে।

বাংলাতে তো গান গেয়েছেন। আবার গাইবেন?

হ্যাঁ, অল্পস্বল্প গেয়েছি। নতুন সুযোগ এলে রাজি। আই অ্যাম ওপেন।

এত বছর পরেও মোটিভেশনের রহস্য কী?

গানের সঙ্গে এখনও একইরকম প্রেম আমার। গানই প্রথম প্রেম। সেটাই আমার মোটিভেশন।

বাটার গার্লিক ক্র্যাব

তারা সুতারিয়া

গুজরাতি পরিবারে বেড়ে উঠেছেন অভিনেত্রী তারা সুতারিয়া। মা পার্সি হওয়ায় পার্সি খাবারের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কম নয়। কিন্তু তারার সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই দেখা যায়, সামুদ্রিক খাবারের প্রতি তাঁর প্রেম। যার মধ্যে অন্যতম ‘বাটার গার্লিক ক্র্যাব’।



বাটার গার্লিক ক্র্যাব

সামুদ্রিক খাবারের প্রতি তারা সুতারিয়ার আকর্ষণ নতুন কিছু নয়। জিভে জল আনা নানা স্বাদের সামুদ্রিক খাবারের ছবি তারার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখেন। তারার অন্যতম প্রিয় সামুদ্রিক খাবারের পদ ‘বাটার গার্লিক ক্র্যাব’। দেখে নেওয়া যাক সেই রেসিপি।

উপকরণ: বড় কাঁকড়া ৫ টি, পেঁয়াজ ২ টি, রসুন কুচি ৬-৭ চামচ, লঙ্কা ৩ টে, আদা কুচি ৪ চামচ, মাখন ৪ চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চামচ, কারি পাতা (ইচ্ছানুযায়ী), নুন স্বাদমতো

প্রণালী: প্রথম কাজ কাঁকড়াগুলিকে ভাল করে ছাড়িয়ে গরম জলে পরিস্কার করে নেওয়া। এবার কড়াইতে ৪ চামচ মাখন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি লাল করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ লাল করে ভাজা হয়ে এলে দিতে হবে আদা-রসুন কুচি এবং লঙ্কা কুচি। সব মশলা একসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে, সামান্য জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। ৫ মিনিট পর ঢাকা খুলে সামান্য গোলমরিচ ও সামান্য নুন দিতে হবে। এরপর পরিস্কার করে রাখা কাঁকড়াগুলি দিয়ে মশলার সঙ্গে ভাল করে কষিয়ে নিতে হবে। জল দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে, সময় দিতে হবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য। নামানোর আগে ইচ্ছেমতো কারিপাতা ছড়িয়ে নিলেই প্রস্তুত গার্লিক বাটার ক্র্যাব। পরিবেশন করা যেতে পারে রুটি কিংবা ভাতের সঙ্গে।



রসুন



মাখন



গোটা কাঁকড়া



তারা সুতারিয়া

গ্রীষ্মে ‘কুল’ থাকতে পোশাকের ক্ষেত্রে বিশেষ মন দিতেই হয়। তবে তা করতে গিয়ে ফ্যাশনকে দূরে সরিয়ে রাখেন না বলিউডের ফ্যাশনিস্তারা

Summer



■ জাহ্নবী কপূর পরেছেন হোয়াইট লিনেনের শর্টস কো-অর্ডস

গ্রীষ্ম মানেই ঢিলেঢালা পোশাক, এমনটা কিন্তু শুধু নয়। গ্রীষ্ম মানে লেয়ারিং বাদ, এমনও নয়। এই চেনা ছকগুলো ভেঙে দিয়েছেন বলিউডের ফ্যাশনিস্তারা। লিনেন, কটন তো বটেই মিক্সড ফ্যাব্রিক, যেমন স্লাব কটন, জর্জেট, ভিসকোস, রেয়নের মতো অনেক ফ্যাব্রিকের পোশাক পরছেন তাঁরা। তাতে ডিজ়াইনও পাচ্ছে গুরুত্ব। যেমন জাহ্নবী কপূর পরেছেন হোয়াইট লিনেনের শর্টস কো-অর্ডস। আবার তমন্না ভাটিয়া কিন্তু লেয়ারিং করেছেন। প্রিন্টেড শর্টের উপর ডার্ক রেড ব্রালেট পরেছেন, তার উপর জর্জেট কভার-আপ। গ্রীষ্ম মানেই হালকা রং, সেই মিথও ভেঙেছেন। আলিয়া ভট্টের ফ্লোরাল ড্রেসের উপরের অংশ ফিটেড। ফলে লুজ়

হোক ফ্যাশনেবল



তমন্না ভাটিয়া করেছেন লেয়ারিং



আলিয়া ভট্টর ফ্লোরাল ড্রেসের উপরের অংশ ফিটেড



■ পূজা হেগড়ের বটমওয়্যার হিসেবে রয়েছে প্লিটেড কোরিয়ান প্যান্টস



■ অদিতি রাও হায়দরির পোশাকটি ফ্লেয়ারি কাটের জন্য গ্রীষ্মের পক্ষে উপযুক্ত

ফিটেড পোশাক নিয়ে চিরাচরিত ধারণা তিনি মানেননি।

পূজা হেগড়ের কালার কো-অর্ডিনেটেড পোশাকে ওয়ান শোল্ডার কাট-আউট টপের নীচে বটমওয়্যার হিসেবে রয়েছে প্লিটেড কোরিয়ান প্যান্টস। কোরিয়ান প্যান্টসের মজা হল, ফ্যাব্রিক পলি-মিক্সড হলেও তা বেশ ফ্লোয়ি। লুজ় ফিটের জন্য আরামদায়কও বটে।

অদিতি রাও হায়দরির পোশাকটি গাঢ় লাল রঙের হলেও তা কাট-আউট ডিজ়াইন, নটেড ডিটেলস এবং ফ্লেয়ারি কাটের জন্য গ্রীষ্মের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

অনন্যা পাণ্ডের উজ্জ্বল হলুদ পোশাকটি ভিসকোস ফ্যাব্রিকের এবং তার ক্লাশড ডিটেলস পোশাকটি দিয়েছে রিসর্টওয়্যারের লুক। সেই সঙ্গে নুডল স্ট্র্যাপ তো সামারওয়্যারের পরিচায়ক বটেই। তাই গরমে চিরাচরিত ছক ভেঙে আপনিও হয়ে যান একটু ‘ট্রেন্ডি’!



অনন্যা পাণ্ডের পোশাকটি
ভিসকোস ফ্যাব্রিকের

পরবর্তী ঝুলন

তিতাস সাধু, বাংলার এই মেয়ের গতির উপর ভর করেই ভবিষ্যতে সাফল্যের স্বপ্ন দেখছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল।

লিখছেন **সায়ক বসু**



■ কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে তিতাস সাধু। এখনও অনেক উড়ান বাকি

মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সময় ক্রিকেট জগতে আত্মপ্রকাশ করার পরে তাঁর নতুন নাম হয়, ‘ভবিষ্যতের ঝুলন গোস্বামী’। বাংলা ক্রিকেট থেকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল পেয়েছিল নতুন এক ফাস্ট বোলারকে। তাই তিতাস সাধুকে নিয়ে হইচই সেই



■ উইকেট নেওয়ার পরে

২০২৩ সাল থেকেই। আসলে বিরাট কোহলি যা পাননি, সেটাই তো পেয়েছিলেন তিতাস। ১৯ বছরে পা দেওয়ার আগেই বিশ্বকাপের ফাইনালে 'ম্যাচের সেরা' হওয়ার সম্মান এসেছে তাঁর ঝুলিতে। চার ওভারে ছয় রান দিয়ে দু'টি উইকেট নিয়েছিলেন অষ্টাদশী এই ফাস্ট বোলার। তিতাসের বাবা অ্যাথলিট। কাকা-কাকিমাও খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত। ছোটবেলা থেকেই চুঁচুড়ায় খেলার পরিবেশে বড় হয়েছেন তিতাস। প্রথমে দৌড়তেন। তার পর কিছু দিন সাঁতার। এর কিছু দিনের মধ্যেই ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসা জন্মে গেল। সেই থেকে ক্রিকেট অনুশীলন শুরু। তখন থেকেই ঠিক করে ফেলেন, ক্রিকেট নিয়েই এগোবেন ভবিষ্যতে। হার্দিক পাণ্ড্যের ভক্ত তিনি। হার্দিকের বোলিংয়ের খুঁটিনাটি তিতাসকে অনুপ্রেরণা জোগায়। মাঝেমধ্যেই হার্দিকের পুরনো ম্যাচ দেখেন। আবার আর পাঁচ জন কিশোরীর মতো নেটফ্লিক্সের টানও কম নয়। আয়ুষ্মান খুরানা আর সিদ্ধার্থ মলহোত্রকে খুব পছন্দ তিতাসের। তবে সেই সব তথ্য ছাপিয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ঝুলনের পর তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে ভারতীয় দল। হরমনপ্রীত কউরেরও খুব পছন্দের ক্রিকেটার তিনি। কিন্তু তিতাসের সমস্যা হল চোট। ২০২৪ সালের মে মাসে ভারতের বাংলাদেশ সফরের পর পিঠের চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকাটা তিতাসের যাত্রায় বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। এই চোটের আগে তিতাস ন'টি টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন। ৫.৪৪ ইকোনমি রেটে ন'টি উইকেট নিয়েছিলেন। কিন্তু চোটের কারণে ছ' মাস মাঠের বাইরে থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ফিরে আসার পর থেকে, তিনি আগের মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। বিভিন্ন ফরম্যাটে তিনি ১০টি ম্যাচ খেলেছেন, ৫.৭৭ ইকোনমি এবং ৪২.৪৪ গড়ে ন'টি উইকেট নিয়েছেন। আসলে তিতাসের অনিয়মিত লাইন এবং লেংথ এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। তবে তিতাস জানিয়েছেন, ফিরে তিনি আসবেনই। কারণ তাঁর দিকে এখন বঙ্গ তো বটেই, গোটা দেশের ক্রিকেটমহলও তাকিয়ে। 'চাকদহ এক্সপ্রেস' ঝুলন গোস্বামীর পর তিতাসের দিকে তাকিয়েই ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল।



অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে নিজের জাত চিনিয়েছিলেন তিতাস



দলের পছন্দের পাত্রী



ভারতীয় মহিলা হকি দল

অভিজ্ঞতার জন্য

বেশ বড় একটি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় মহিলা হকি দল। একগুচ্ছ নতুন খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে জাতীয় শিবিরে। এবং তাঁদের নিয়ে এক মাসব্যাপী সিনিয়র জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবির চালানোর পর, ভারতীয় মহিলা হকি দল পাঁচ ম্যাচের একটি সফরের জন্য গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে দু'টি ম্যাচ খেলে পরবর্তী সময়ে অস্ট্রেলিয়ার সিনিয়র মহিলা দলের বিরুদ্ধে খেলবে তিনটি ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দল ইতিমধ্যেই প্রথম ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছে ভারতীয় মহিলা হকি দলকে। কিন্তু পরিসংখ্যান শেষ কথা বলে না। ভারতীয় হকি ম্যানেজমেন্ট চাইছে এই দলের শক্তি পরখ করে নিতে। তাই এই সফরের জন্য ২৬ সদস্যের একটি দল ঘোষণা করেছে ম্যানেজমেন্ট, যাতে একসঙ্গে পাঁচ-ছ' জন নতুন খেলোয়াড় মুখ দেখাচ্ছেন। এই সিদ্ধান্ত যে রিজ়ার্ভ বেঞ্চের শক্তি বাড়াবে, সন্দেহ নেই।

বন্ধ ম্যাচ

২০১২ সাল থেকে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ় বন্ধ। রাজনৈতিক কারণেই। কিন্তু তারপরও শুধু এশিয়া কাপ এবং আইসিসির প্রতিযোগিতায় তারা মুখোমুখি হত এতদিন। ২০১৫ সাল থেকে প্রতিটি প্রতিযোগিতাতেই এক গ্রুপে রাখা হত ভারত এবং পাকিস্তানকে, যাতে খেলার উত্তেজনা বজায় থাকে। কিন্তু এবার বোধ হয় তাতেও ইতি ঘটল। শোনা যাচ্ছে, কাশ্মীরে অসহায় পর্যটকদের জঙ্গিরা হত্যা করার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আইসিসির কাছে চিঠি দিয়ে আর্জি জানানো হচ্ছে, যেন কোনও বিশ্বকাপেই আর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে একই গ্রুপে রাখা না হয়। বিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল এক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "কেন্দ্রের পরামর্শ মেনে কাজ করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কেন্দ্রের নির্দেশেই পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সিরিজ় বন্ধ। এ বার আইসিসির প্রতিযোগিতায় ভারত আর পাকিস্তানের সঙ্গে খেলবে কি না সেটা আইসিসির উপরেই নির্ভর করবে। এখন পরিস্থিতি কী, সেটা আইসিসি ভাল করেই জানে।" তবে ভারত আর পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে চায় না বলেই খবর।



রোহিত ও বাবর

রেগে গেলেন বুমরা-পত্নী

দেড় বছরের সন্তান অঙ্গদকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল হওয়ায় রেগে গেলেন জসপ্রীত বুমরা এবং সঞ্জনা গণেশন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের একটি ম্যাচে অঙ্গদের মুখের ভঙ্গি মিম হিসেবে তৈরি করে প্রচার হয়। এক শ্রেণির মানুষ বলতে শুরু করে, প্রচারের আলোতে থাকার জন্যই নাকি সঞ্জনা তাঁর ছেলেকে নিয়ে ওয়াংখেড়েতে হাজির হয়েছেন। বুমরার স্ত্রী এর প্রেক্ষিতে লেখেন, "আমাদের ছেলে আপনাদের বিনোদনের বিষয় নয়। জসপ্রীত এবং আমি সবসময় অঙ্গদকে সমাজমাধ্যম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করি। তা সত্ত্বেও এক দল মানুষ অঙ্গদের সম্পর্কে কিছু না জেনেই তাঁর অঙ্গভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব নিয়ে নিজেদের মতামত দিচ্ছে। অঙ্গদের মাত্র দেড় বছর বয়স। ওর মুখভঙ্গি দেখে 'হতাশ', 'দুঃখী'- এ সব শব্দ নিশ্চয়ই বলা যায় না।"



জসপ্রীত ও সঞ্জনা



আবার ইপিএল

স্বপ্নপূরণ! ২০১৯-’২০ মরসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও করোনা অতিমারির জন্য উৎসব করতে পারেননি লিভারপুলের ফুটবলার ও সমর্থকেরা। এবার ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে টটেনহাম হটস্পারকে ৫-১ গোলে চূর্ণ করে চার ম্যাচ বাকি থাকতে ২০তম ইপিএল জয়ের পরে বাঁধনহারা উৎসবে মাতলেন মহম্মদ সালাহ-রা। ইপিএল জয়ের জন্য ঘরের মাঠে মাত্র এক পয়েন্ট দরকার ছিল সালাহদের। কিন্তু ম্যাচের শুরুতেই বিপর্যয় নেমে আসে লিভারপুল শিবিরে। ১২ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে হেড করে টটেনহ্যামকে এগিয়ে দেন ডমিনিক সোলাঙ্কি। কিন্তু এর পরেই লাল ঝড়ের সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করেন টটেনহামের ফুটবলারেরা। ম্যাচের ৩৪ মিনিটের মধ্যে ৩-১ এগিয়ে যায় লিভারপুল। তার পরও আরও দুটো গোল করে।

লিভারপুলের উৎসব



■ অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারা আডবাণী নজর কাড়লেন সকলের

মেট গাল

২০২৫-এর মেট গালায় একসঙ্গে অভিষেক হল তিনজন ভারতীয় তারকার। প্রিয়ঙ্কা, দীপিকা, আলিয়ার পর শাহরুখ খান, কিয়ারা আডবাণী ও দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ মাতালেন ফ্যাশনের ব্লু-কার্পেট। লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

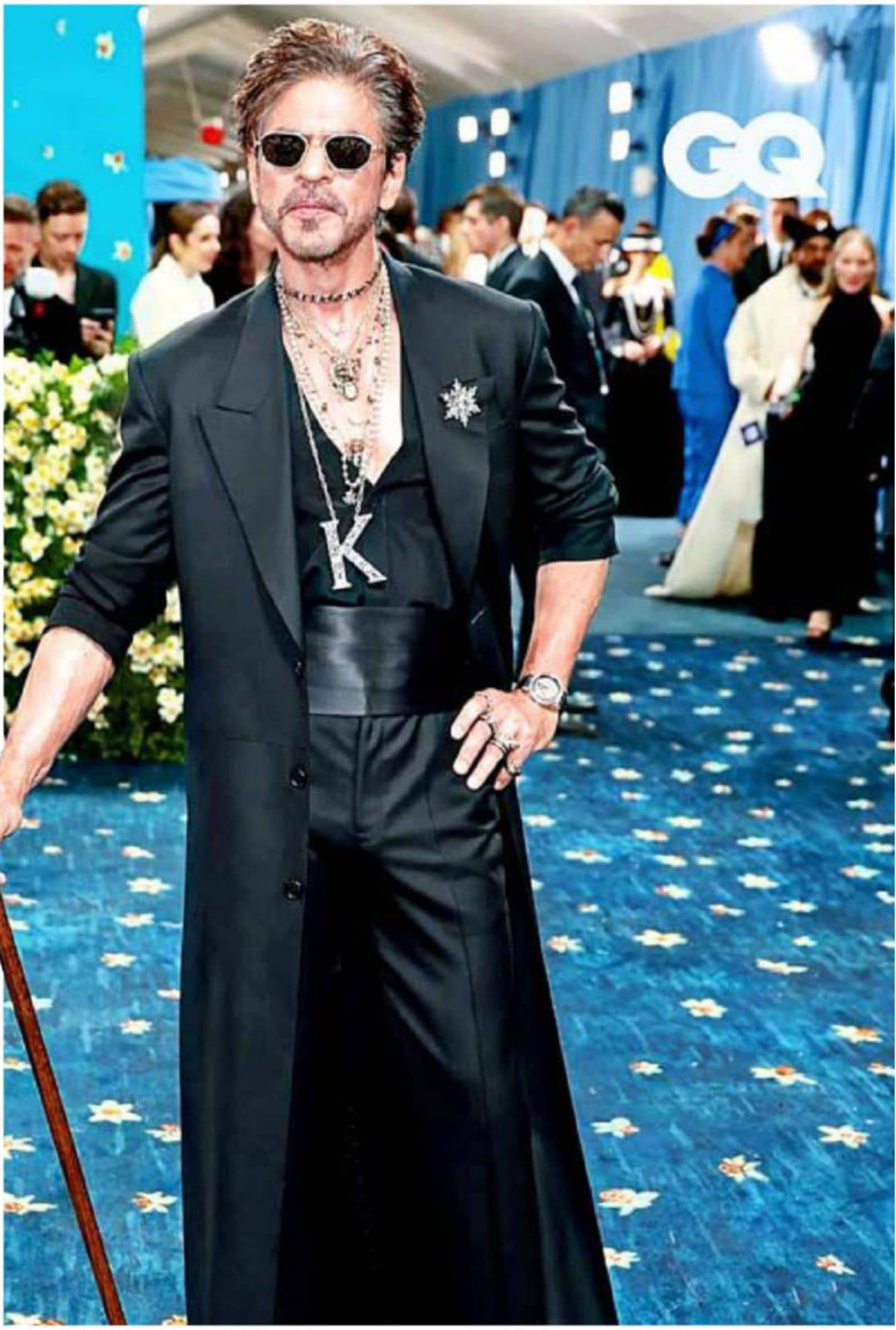


■ ডিজ়াইনার প্রবাল গুরুংয়ের সঙ্গে দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ

লা ২০২৫

মে মাসের প্রথম সোমবার নিউ ইয়র্কে প্রতি বছরই মেট গালা অনুষ্ঠিত হয় মেট্রোপলিট্যান মিউজ়িয়াম অফ আর্টের উন্নয়নের জন্য। নতুনত্ব বলতে 'থিম'। কিন্তু ২০২৫-এর মেট গালা ভারতীয়দের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এবছর এই মঞ্চে অভিষেক হল কিং খান শাহরুখের, যাঁকে আমরা বলি 'বলিউড রয়্যালটি'। এর আগে প্রিয়ঙ্কা চোপড়া,



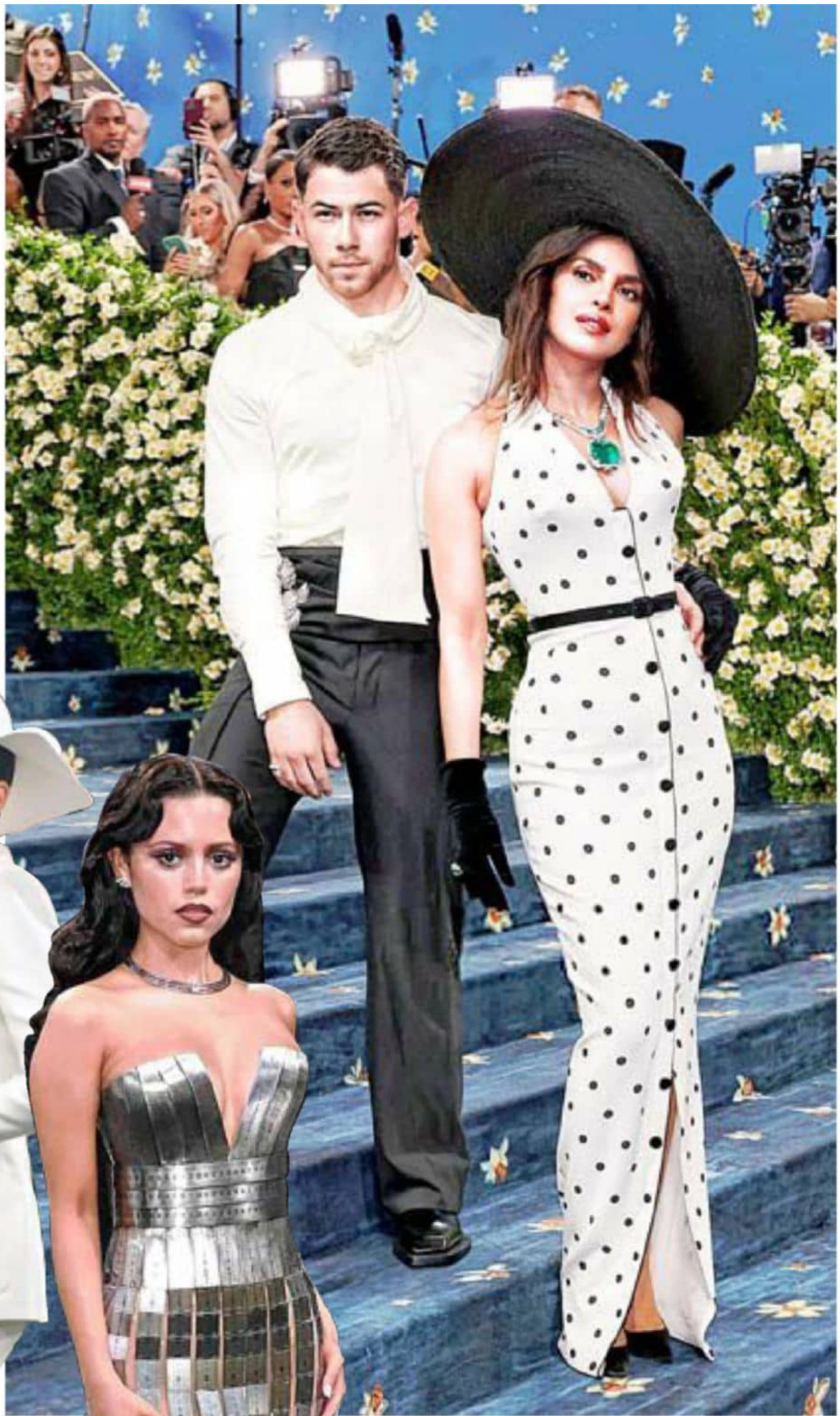


■ শাহরুখ নজর কেড়েছেন তাঁর নেকলেসের জন্য

দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভট্ট এই মঞ্চে এসেছেন বটে। তবে তিন খানের একজন সেই মঞ্চে অভিষেক করা নিঃসন্দেহে আরও বড় খবর। মানে, প্রশ্ন তো উঠতেই পারে, শাহরুখ হঠাৎ কেন এলেন এই মঞ্চে? রণবীর সিংহের মতো ফ্যাশন-সচেতন বা এক্সপেরিমেন্টাল তো তিনি নন। এর উত্তর দিয়েছেন শাহরুখ, জানিয়েছেন, এখন দেশের সংকটকাল। তাই আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করতে তিনি এসেছেন।

এবছরের থিম 'ব্ল্যাক ড্যান্ডিজ়ম'। কৃষ্ণাঙ্গদের যে চোখে দেখা হত, তাঁদের পোশাক-

ব্যবহারকে যেভাবে খাটো করা হত, তার উত্তরেই এসেছিল 'ড্যান্ডিজ়ম'। শিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গরা ফিটেড সুট, অ্যাকসেসরি, নানা ধরনের টুপি, ফ্যাসিনেটর, ব্রুচ পরতেন। নিজেদের কমিউনিটি সম্পর্কে প্রচলিত মিথ ভাঙার জন্য। তাই এই বছরের মেট গালায় পোশাকের টেলরিংও পেয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। শাহরুখ খান যেমন সব্যসাচীর ডিজ়াইন করা সুট পরেছেন, সেই সঙ্গে ড্যান্ডিজ়মের প্রতীক হিসেবে হাতে নিয়েছেন ছড়ি, গলায় 'এস আর কে' লেখা নেকলেস, কিং খানের 'কে' লেখা লকেট।
কিয়ারা আডবাণী অন্তঃসত্ত্বা। তাঁর জন্য ডিজ়াইনার গৌরব গুপ্ত বানিয়েছেন ট্রেল



ফ্যাশনেবল কাপল নিক ও প্রিয়ঙ্কা চোপড়া জোনাস



টাই-ড্রেসে ডেমি মুর

প্যান্টসুটে জ়েন্ডায়া

জেনা অর্টেগার মেট্যালিক ড্রেস

দেওয়া স্ট্রাকচারড গাউন, যার মূল আকর্ষণ চেস্ট প্লেট। অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারা বেবি বাম্পে পরেছেন ধাতব হৃদয়চিহ্ন। রিহানাও কিন্তু এবার মেট গালায় পোশাকের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন পুনরায় মা হতে চলেছেন তিনি। দিলজিৎ দোসাঞ্জ যে আন্তর্জাতিক গানের মঞ্চে 'পঞ্জাবী আ গয়ে ওয়ে' বলে হুঙ্কার দেন, তেমনটাই করলেন ফ্যাশনের মঞ্চেও। নিজের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পেরেছেন পঞ্জাবী রাজপোশাক। মাথায় রত্নখচিত পাগড়ি, হাতে ছড়ি, গলায় কুন্দনের লেয়ারড নেকলেস। তাঁর সাজে মুগ্ধ শাকিরা, যিনি নিজে একটি





■ শাকিরা পরলেন পিংক ট্রেঞ্চ গাউন

■ ডুয়া লিপার শিয়ার ড্রেস

পিংক লং-ট্রেল গাউন পরেছেন। দিলজিতের পোশাকের ‘কেপ’-এ গুরুমুখী স্ক্রিপ্টে অক্ষর লিখেছেন ডিজ়াইনার প্রবাল গুরুং।

মেট গালায় প্রতিবছরই নিয়মিত অ্যাপিয়ারেন্স ‘দেসি গার্ল’ প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার। এবার তিনি লেয়ারড স্ট্রাকচারড পোলকা ডট গাউনের সঙ্গে পরেছেন বিরাট একটি ফ্যাসিনেটর। গলায় এমার‍্যাল্ড লকেটবিশিষ্ট নেকলেস। সঙ্গে ছিলেন নিক জোনাস।

এ ছাড়াও অ্যান্ড্রোজিনাস সুটে নজর কেড়েছেন জ়েন্ডায়া, মেট্যালিক স্ট্রাকচারড গাউনে জেনা অর্টেগা, রঙিন সুটে অ্যান্ড্রু স্কট, করসেট ড্রেসে কাইলি জেনার, লেসড হল্টার নেক গাউনে ডুয়া লিপা, বৃহদাকার টাইয়ের মতো দেখতে গাউনে ডেমি মুর এবং ডিপ নেক সুট-স্কার্ট কম্বোতে কেন্ডল জেনার।



■ কালারফুল অনসম্বল সুটে অ্যান্ড্রু স্কট

■ করসেট ড্রেসে কাইলি জেনার

■ টুইস্টি সুট-স্কার্টে কেন্ডল জেনার

দর্শক নতুনদের কম ভরসা করে, শুরুতে



রচনা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে

দুর্গাপুরের মেয়ে **ঈশানী চট্টোপাধ্যায়,** ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকের হাত ধরে, শুরুতেই পরিচিতি পাচ্ছেন সর্বত্র। কেমন কাটছে তাঁর অভিনয় জীবন? কেমনই বা ছিল পুরনো দিনগুলো? মনের জালনা খুললেন অভিনেত্রী। শুনলেন

সাগরিকা চক্রবর্তী

প্র প্রথম ধারাবাহিকই এতটা জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। উপভোগ করছেন?

ভাল লাগছে অবশ্যই। ছোট থেকে ইচ্ছে তো ছিলই। কিন্তু বাঙালি পরিবারে ছোটবেলায় পড়াশোনা নিয়ে যেমন বলা হয়, আমার ক্ষেত্রেও আলাদা কিছু নয়। অভিনয়ে আসার জন্য কোনও অডিশন দিইনি। ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকের জন্য আমার কাছে প্রস্তাব এসেছিল। তারপর চরিত্রটার জন্য অডিশন দিয়েছিলাম। এখন যখন মানুষ ভালবাসে, ‘পারুল’ বলে ডাকে, ছবি তুলতে চায়... খুবই ভাল লাগে। মাস্ক পরে বেরোলেও ঠিক চিনে ফেলে। কলকাতায় তো আমাকে বেশি মানুষ চেনে না। কিন্তু দুর্গাপুরে সবাই চেনে। আমি নেই, তাই পরিবারের অন্যান্যদের দেখলে আমার কথা জিজ্ঞেস করে। মাকে বলে, ‘ওই তো পারুলের মা যাচ্ছে’। তার সঙ্গে দায়িত্বও অনেকটা বেড়ে যায়। এই যেমন দেখুন, আপনার সঙ্গে বেশ কয়েকদিন ধরে কথা বলব বলছি কিন্তু পেরে উঠছি না। বাবা নেই, মাকে সেভাবে ফোন করতে পারি না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুটিং করি। বাড়ি ফিরে কোনটা করব, কাকে কাকে ফোন করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারি না।

প্র দুর্গাপুরকে মিস করেন না?

কলকাতায় আমার সেরকম বন্ধুবান্ধব নেই। এখানে কাজে সারাদিন কেটে যায় ঠিকই, কিন্তু মনটা তো ওখানেই পড়ে থাকে। নিজেকে মানিয়ে নিই। একদিনের ছুটিতে আর বাড়িও যাওয়া হয় না। তিন-চার মাস পর একদিনের জন্য যাই। এখানে আমি পুরো একা। মা দুর্গাপুরে টেলরিং করে, দোকান রয়েছে। তাই মাও আসতে পারে না।

প্র ওখানে ছোটবেলাটা কেমন কেটেছিল?

আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি। ভাই-বোনদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে ছোট। দিদির কাছে বড় হয়েছি। মা ছোট থেকে শিখিয়েছে স্বাবলম্বী হতে। মাকে দেখেছি বাড়ির সব কাজ সামলে দোকানে যেতে। আমাকেও মা শিখিয়েছে, যতই বাইরের কাজ করি না কেন... নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়।

প্র অভিনেত্রী হওয়ার কথা ভেবেছিলেন কেন?

মা আর দিদি আমাকে এ ব্যাপারে ছোট থেকেই গ্রুম করেছে। যখন ক্লাস ওয়ানে পড়ি, তখন কলকাতার একটা প্রতিষ্ঠানে আসতাম অভিনয় শিখতে। দু’বছর মতো শিখেছি। কিন্তু অভিনেত্রীই হতে হবে, মায়ের এরকম কোনও ইচ্ছে ছিল না। মা চাইত আমি যেন নাচ, গান অভিনয় সব কিছু শিখি। সবেতেই দক্ষ হই। দুর্গাপুরে এত সুযোগ তখন ছিল না। সেই থেকেই অভিনয়ের প্রতি আমাদের ভালবাসা জাগে। কিন্তু পরবর্তীতে মা বলে, ওগুলো শুধুমাত্র শখের জন্যই। পড়াশোনাটাই আসল। উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পর এক বছরের বিরতি নিয়েছিলাম। সেই সময় মডেলিং করতাম। তারপর কলকাতায় কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হয়েও মডেলিং করেছি। সেখান থেকেই এই ধারাবাহিকের সুযোগটা পাই।

প্র তাতে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়নি?

বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলাম। বাড়ির সকলের ইচ্ছে ছিল আমি ডাক্তার হব। চেষ্টাও করেছি দু’বার। কিন্তু কাট-অফের খুব কাছাকাছি গেলেও ক্র্যাক করতে পারিনি। হয়তো এটাই ভাগ্য। তারপর আমি মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে ভর্তি হই। কিন্তু এই প্রজেক্টের জন্য শুধু প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিতে পেরেছি। কাজ শেষ হলে নিয়মিত কলেজে গিয়ে গ্র্যাজুয়েশনটা শেষ করব।

প্র শুরুতেই এরকম একটা চরিত্র, আঞ্চলিক ভাষায় অনবরত কথা বলতে হচ্ছে। রাজি হতে দ্বিধাবোধ করেননি?

আমাকে গ্রুম করা হয়। বাঁকুড়া জেলার ভাষাটা আয়ত্ত করা কঠিন তো ছিলই। প্রথম যখন জানতে পারি, তখন সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভয় পেতাম যাতে ভাষায় নজর দিকে গিয়ে অভিনয়ে না কোনও ঘাটতি হয়। আমাদের ধারাবাহিকের পরিচালক কৃশ বসু আমাকে গাইড করতেন। হাতে ধরে শিখিয়েছেন সব কিছু। এরপর বাঁকুড়া থেকেও একজন আসতেন শেখানোর জন্য। এখন তো আমি বেশ ফ্লুয়েন্ট। ভয়টা কেটেছে অনেকটাই।

প্র ইন্ডাস্ট্রির খারাপ দিকটা খুবই প্রকট। খুব সাধারণ জীবনযাপন থেকে এই ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকাটা কঠিন বলে মনে হয়নি?

যখন ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকে আমার প্রথম লুকটা প্রকাশ্যে আসে, তখন খুব খারাপ ভাবে ট্রোল

সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ : ঈশানী চট্টোপাধ্যায়



হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। এত বছরের স্বপ্নটা যখন সত্যি হয়েছে, ভেবেছিলাম নিজের সবটা দিয়ে চেষ্টা করব। নিজেকে গ্রুম করতাম। শেখার আগ্রহটা আমার এতটাই বেশি ছিল যে, এই খারাপ দিকটা নিয়ে ভাবার সময়ই পাইনি। প্রোমোটা দেখার পর এত খারাপ মন্তব্য আসবে বুঝতে পারিনি। বুঝলাম যে মানুষ নতুনদের কম ভরসা করে। দর্শক হয়তো ভেবেছিল আমার স্ক্রিন প্রেজেন্স সেরকম ভাল নয়। ভেঙে পড়েছিলাম খুবই। ভেবেছিলাম হয়তো ভুল সিদ্ধান্তই নিয়েছি। কিন্তু নিজেকে শক্ত করে চেষ্টা করলাম। এরপর তো আমার টিমের সাপোর্ট রয়েইছে। এখন যে ভালবাসাটা পাই, মনে শুধু বলি এটাই যেন ধরে রাখতে পারি। দর্শক যেন আমাকে এরকমই ভালবাসে।

প্র: জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার আশঙ্কা করেন তাহলে? মানে ধরুন ‘পারুল’-কে এখন সবাই চেনে।



ধারাবাহিকের সেট থেকে

হয়তো পরবর্তীকালে এই পরিচয়টা না থাকলে কেউ ঈশানীকে চিনবে না...

একটা প্রজেক্টে শুরু যখন হয়েছে, শেষ তো হবেই। তখন তো এই পরিচয়টাও আর থাকবে না। কিন্তু এই চরিত্রটাকে মানুষ যে ভালবাসাটা দিচ্ছে, সেটা হয়তো থেকেই যাবে। ‘পারুল’ চরিত্রটাকে তাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে। কিন্তু একজন অভিনেতা হিসেবে আমাকে পরের কাজের জন্য বা অন্য পরিচয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। প্রতি পদে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। তাহলেই মানুষ ‘ঈশানী’ হিসেবে আমাকে মনে রাখবে।



■ 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' সিরিজের দৃশ্য

চরিত্রের বিকৃতি: রাজনীতি

বিকৃতি কি শুধু ইতিহাসনির্ভর সিনেমারই হচ্ছে? চরিত্রের হচ্ছে না? ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে মনমোহন সিংহ হয়ে সঞ্জয় দত্ত... চরিত্র বিকৃতি হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে। লিখছেন **সায়ক বসু**

দৃশ্য... খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী এক মাধ্যম। পলকে মনে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে। দিগভ্রান্ত করতে পারে এবং নেতিবাচক প্রভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আখ্যানের সৃষ্টি করতে পারে। এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির যুগে এই কথা আরও বেশি করে প্রমাণিত হচ্ছে। শুধু সিনেমা মাধ্যমটিকে নির্ভর করে তুলে আনা হচ্ছে বাস্তব সব চরিত্রকে এবং তাঁদের তৈরি করা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট রাজনীতি মেনে স্রষ্টার মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। ফলে অনেক সময়ই তৈরি হয় ভুল ন্যারেটিভ।

স্বার্থের রাজনীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি

আসলে নিজের রাজনৈতিক সুবিধের জন্য ইতিহাস এবং সত্যতার বিকৃতি সিনেমার ক্ষেত্রে খুব একটা নতুন বিষয় নয়। রাজকুমার সন্তোষী পরিচালিত 'দ্য লেজেন্ড অফ ভগৎ সিংহ' ছবি পর্যন্ত এই অভিযোগের তিরে বিদ্ধ হয়েছিল, যখন দেখানো হয়েছিল, মহাত্মা গান্ধী স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভগৎ সিংহের ফাঁসির বিরোধিতা করেননি। তখন কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার। ছবির বক্তব্যের তীব্র বিরুদ্ধাচারণ



■ জওহরলাল নেহেরু ও মহাত্মা গান্ধী

করা হয়েছিল এবং গান্ধী সম্পর্কে ভুল ধারণা মানুষের কাছে যাচ্ছে, এমন প্রচার করা হয়েছিল। পরে অবশ্য রাজকুমার সন্তোষীর বিজেপি যোগ, এই আখ্যানের নেপথ্য উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে। মুশকিল হল, এই বাস্তব চরিত্রের বিকৃতি এখন আরও বেড়েছে। কঙ্গনা রানাওতের 'এমার্জেন্সি' ছবিটার কথাই ধরুন না! এই ছবিতে ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্র এবং ঘটনাবলির বিকৃতি এমন ধারায় করা হয়েছে যে, এই ছবি যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে, সেই বইয়ের লেখিকা কুমি কপূর মানহানির মামলা পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়েছেন! আসলে শুধু দেশের শাসক দল খুশি হবে বলে, ইন্দিরাকে অন্য নেতাদের ছায়ায় থাকা এক নারী হিসেবে পর্দায় তুলে ধরলে তো আদত কথাটা বলা হয় না, তাই না? কঙ্গনা রানাওত জরুরি অবস্থা নিয়েও ভুল তথ্য তুলে ধরেছেন ছবিতে। তবে ছবিতে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে ইন্দিরার চরিত্র। আসলে দেশের শাসক দলের চাহিদা বোধ হয় এটাই যে, যত বেশি

সম্ভব বিরোধী নেতাদের ভুল চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরা। তাই তো প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে নিয়ে তৈরি ছবির নাম দিতে হয় 'দি অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার'। সোনিয়া গান্ধীর ছায়ায় চাপা পড়া এক মানুষ, যিনি কংগ্রেসের বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি, দেশের বিভিন্ন 'জনবিরোধী' সিদ্ধান্ত তাঁকে সামনে রেখে নেওয়া হয়েছে... এইভাবেই তো সিনেমায় দেখানো হয়েছে মনমোহনকে। এমনকি, রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের নেতা হিসেবে প্রথমসারিতে উঠে আসতে পারবেন না, এমন বিতর্কিত মন্তব্যও করানো হয়েছে ছবিতে। যাতে রেগে গিয়েছেন এই ছবির গল্পের আসল লেখকও। কারণ সঞ্জয় বাড়ুর বক্তব্য, এমন কোনও বক্তব্য মনমোহন কোনওদিন রাখেননি, ঘনিষ্ঠ মহলেও না। তা হলে এইভাবে চরিত্রচিত্রণের



■ শ্যাম মানেকশ ও ইন্দিরা গান্ধী



■ ইন্দিরা গান্ধী



■ ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে কঙ্গনা



■ স্যাম মানেকশ-র চরিত্রে ভিকি কৌশল

গল্প কে কীভাবে লিখছে, সেটা নির্ভর করে কথকের স্বার্থের উপর। তাই হয়তো ডমিনিক ল্যাপিয়ের এবং ল্যারি কলিনসের লেখা 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' থেকে সিরিজ় তৈরি করলে...

মানে কী?

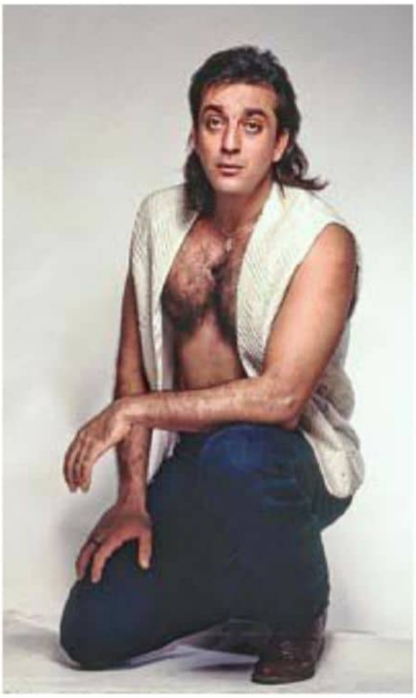
মূল কেন্দ্র থেকে দূরে

আদত কথা যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, রাজনীতি। তার জেরেই তো 'আমরা ওরা' শব্দের সূচনা। তার জেরেই তো গুজরাট দাঙ্গার সময় নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা নিয়ে ছবি তৈরি করা যায়। এবং 'স্যাম বাহাদুর' ছবিতে দেখানো যায়, স্যাম মানেকশ'র প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নয়নবিভোর দৃষ্টি। এও চরিত্রের উপর এক ধরনের আলো ফেলা বই কী। আসলে গল্প কে কীভাবে লিখছে, সেটা নির্ভর করে কথকের স্বার্থের উপর। তাই হয়তো ডমিনিক ল্যাপিয়ের এবং ল্যারি কলিনসের লেখা 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' থেকে সিরিজ় তৈরি করলে গান্ধী- বল্লভভাই



■ ‘সঞ্জু’ ছবিতে রণবীর কপূর

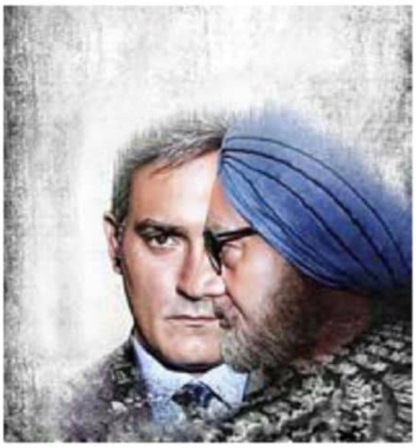
পটেল এবং জওহরলাল নেহেরুর চরিত্রের উপর অভ্যন্তরীণ সংঘাতের আলো ফেলা যায়। তবে রাজনীতির অলিন্দের মানুষদের বাইরে এসেও তো দেখা যাচ্ছে, সেখানেও স্বার্থ এবং রাজনীতির জেরে পালটেই দেওয়া হচ্ছে আদত মানুষটির চরিত্র! একথা আজ সকলেই জানেন যে, সঞ্জয় দত্তর কেরিয়ারকে অন্ধকার জগত থেকে তুলে নিয়ে নতুন জীবন দিয়েছে রাজকুমার হিরানীর সিনেমা। ‘মুন্নাভাই’ সিরিজ় না হলে হয়তো মানুষ সঞ্জয় দত্তকে এতটা ভালবাসা দিতেন না। এবং তাঁর ইমেজ এখন এমন হয়েছে যে, ‘ব্যাড বয় অফ বলিউড’ সঞ্জুকে নিয়ে অনেকে ভাবেন, তিনি হয়তো ভুল ধারণার শিকার। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বায়োপিকে কোথায় যায় তাঁর সঙ্গে অন্ধকার জগতের মানুষের ‘লিক’ হওয়া কথাবার্তার রেকর্ড? কেন বলা হয় না তাঁর একাধিক বিয়ে নিয়ে কথা? মুশকিল হল,



■ সঞ্জয় দত্ত



■ সোনিয়া গান্ধী ও মনমোহন সিংহ। (নীচে) ‘দি অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার’ ছবির পোস্টার



রাজকুমার হিরানী যখন ‘সঞ্জু’ ছবিটি তৈরি করলেন, তখন এই বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে এমনভাবে গল্প বুনলেন, যাতে মনে হয় সঞ্জু নির্দোষ। আসল দোষী গণমাধ্যম। বন্ধুর প্রতি ভালবাসা দেখাতে গিয়ে চরিত্র চিত্রণে বিকৃতি কোনওভাবে সততার পরিচায়ক নয়। প্রশ্ন হল, সাধারণ মানুষ এসবের নাগাল পাবেন কী করে? সিনেমাকেই তো সত্যি বলে বিশ্বাস করানো হচ্ছে এখন। বিপদটা সেখানেই। কারণ পরবর্তী সময়ে হয়তো সিনেমার গল্পই হয়ে উঠতে পারে ইতিহাস!

> সঞ্জয় দত্তর কেরিয়ারকে অন্ধকার জগত থেকে তুলে নতুন জীবন দিয়েছে রাজুর সিনেমা। ‘মুন্নাভাই’ সিরিজ় না হলে মানুষ সঞ্জয় দত্তকে এত ভালবাসা দিতেন না।

বাংলা সিনেমার পাশে টাকার বিনিময়ে

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট

মিস আঙুরলতা

এই নাকি বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ানোর আকুল আর্তি! সবার মনে বাংলা সিনেমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াই! সত্যি বলছি, এমন লড়াই দেখলে না কাঁকড়াও অবধি লজ্জা পাবে। অবশ্য মিস সহায়িকা একথা বুঝলে হয়। সে এখন তার বৈরি ছবি নিয়ে খুব ব্যস্ত। একটি স্পেশ্যাল স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করেছিল কিছুদিন আগে। সেখানে সে এবং খ্যাতিমান নতুন প্রযোজক হয়েছে বলে এই বঙ্গের সব প্রথমসারির প্রযোজককে ডেকেছিল। কিন্তু বাইরে যতই প্রেম প্রেম ভাব থাকুক, ভিতরে যে সবাই মিস সহায়িকাকে নিয়ে বিরাট খাপ্পা, তা বোঝা গেল এই দিনে। একমাত্র পরমপূজ্যপাদ ছাড়া আর কারও টিকিটিও দেখা গেল না। অবশ্য প্রযোজক নীলকণ্ঠ, সুদেহী যে আসবে, এ আমি বিশ্বাস করিনি। আরে যার হাত ধরে নীলকণ্ঠের উত্থান, সেই মিস লেট লতিফকেই জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে না তারা তো মিস সহায়িকা কোন ছাড়! লেট দিদির একটা সিনেমা বেরিয়েছে প্রাচীন সময় ধরে। দিনকয়েক আগে। সে তো নিজের ছবির সাফল্য উদযাপন করবে! অথচ দেখা গেল, সেই সাফল্য উদযাপনের দিনেই কিনা নীলকণ্ঠ নিজের গুরু ছবির ট্রেলার আর সঙ্গীত প্রকাশের অনুষ্ঠান রাখল! মজা কী জানেন? এই অনুষ্ঠান সে আগেই করেছিল। আবার করে চর্বিতচর্বণ করল, কারণ লেট দিদিকে লেঙ্গি মারতে হবে যে! অথচ তার প্রথম ছবি রিলিজ়ই করতে পারত না, যদি না লেট দিদি থাকত। আসলে এই তারাকুল এমনই হয়ে গিয়েছে। যে প্রাজ্ঞ গুরু কিনা এককালে বাংলা সিনেমার হাল ধরেছিলেন ছোট প্যান্ট পরে, সেই তিনিই কিনা এখন বাংলা সিনেমার নাম শুনলে দূরের পাহাড়ি হোটেলে গিয়ে বসে থাকেন। একটি সিনেমা করেছেন তিনি। সখা ও সখী নামে। তো শুটিং ও ইন্টারভিউ শেষ মানে তাঁর দায়িত্বও শেষ। পরিচালক খুব করে বলেছিল, প্রিমিয়ারে থাকতে। তাতে তিনি বলেছেন, 'দাঁড়াতে পারি। কিন্তু কেন দাঁড়াব? যদি দাঁড়াতেই হয়, তা হলে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হবে।' বুঝুন কাণ্ড! এদিকে সৃষ্টিঠাকুরও তেমনই। যেই দেখেছে, রাইভ্যাল প্রযোজনা সংস্থা বহুদিন পরে, শুধু বাজারের লোভে আটকে থাকা মগজাস্ত্র নায়কের ছবি মুক্তি দিতে চলেছে, সে উল্ট খেলা শুরু করেছে। যতই হোক তার পরিচালনা, একটু লেজে না খেলালে হয়! তাই তো ছবির পোস্টার প্রকাশের দিন সে কাছের একটি কফিশপে লুকিয়ে ছিল! যাতে সবাই তাকে খুঁজে মরে! আরে বাবা। সে তো এখন তারকা। তার নামেও যে টিকিট বিক্রি হয়। এটুকু নাটক না করলে কি আর খেলা জমে?





■ এ আর রহমান

এআইয়ের বিরুদ্ধে

সঙ্গীতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করা নিয়ে নিজের অবস্থান সোচ্চারে ঘোষণা করলেন এ আর রহমান। তিনি বলেন একটি বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে যেমন মানুষের সাহায্য দরকার, নিজে নিজে কোনও বাড়ি তৈরি হয়ে যেতে পারে না, সঙ্গীতও তেমনই। মানুষের মন, মেধা, সুরের সৃষ্টি ছাড়া শুধু এ আই দিয়ে সঙ্গীত তৈরি করা সম্ভব নয়। রহমানের সাফ বক্তব্য, একজন সঙ্গীত পরিচালককে একটি প্রোজেক্টের বিভিন্ন দিকের উপর মনযোগ দিতে হয়। সেখানে শুধু এআই নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। একজন মা যেমন তাঁর সন্তানের যত্ন নেন, একজন সঙ্গীত পরিচালককে সঙ্গীতের যত্ন নিতে হয়। ফলে যাঁরা ভাবছেন, এআই ব্যবহার করে সঙ্গীত তৈরির প্রক্রিয়া থেকে সুরকারকে সরিয়ে অর্থ সাশ্রয় করবেন, তাঁরা বোকামি করছেন।

সোনুর বিরুদ্ধে মামলা

কন্নড় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে কি ব্যান হবেন সোনু নিগম? যে সমস্যায় তিনি পড়েছেন, তাতে তাঁর হাজতবাসও হতে পারে। আসলে কিছুদিন আগে বেঙ্গালুরুতে কনসার্ট করতে গিয়েছিলেন তিনি। তখন কন্নড় ভাষায় গান গাওয়ার অনুরোধ আসে সোনুর কাছে। বলা ভাল, একপ্রকার দুর্ব্যবহারই করা হয়। তখন সোনু সাম্প্রতিক পহেলগাম সন্ত্রাসের উদাহরণ দেখিয়ে বলেন, “এমন অসহিষ্ণু মনোভাবের জন্যই পহেলগামে হামলা হয়েছে।” সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায়। সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় তাঁকে নিয়ে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে ‘উসকানিমূলক মন্তব্যে’র অভিযোগে সোনু নিগমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। বলা হয়েছে, গায়ক পহেলগাম সন্ত্রাসের সঙ্গে কন্নড় ভাষা জুড়ে দিয়ে, কর্নাটকের মানুষদের ভাবাবেগে আঘাত হেনেছেন। এই অপমান আপামর কন্নড়বাসীর।



■ সোনু নিগম



■ 'পজ়েসড' ব্যান্ডের সদস্যরা। বাঁদিকে মন্টানা

হঠাৎ কেন গুলি?

সান ফ্রান্সিসকোতে এক ডেথ মেটাল ব্যান্ডের গিটারিস্টকে হত্যা করা হল। পুলিশের গুলিতে হত্যা করা হয়েছে বলে খবর। প্রতিবেশীর সঙ্গে একটি গাছ নিয়ে বিরোধের জেরে ঝগড়া এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, দু' পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যায়। 'পজ়েসড' ব্যান্ডের গিটারিস্ট ব্রায়ান মন্টানাকে পুলিশ সামলাতে গিয়ে গুলি করে, এবং তাতে তাঁর প্রাণ যায়। পুলিশ জানিয়েছে, সেই ব্যক্তিই নাকি অস্ত্র উঁচিয়ে পুলিশকে হুমকি দিচ্ছিলেন। অভিযোগ, মন্টানা একটি হ্যান্ডগান, একটি শটগান এবং একটি রাইফেল নিয়ে কাছেই পার্ক করা গাড়ির পিছনে লুকিয়ে ছিলেন। পুলিশের মত, ২৫ মিনিটের বন্দুকযুদ্ধের পর, মন্টানা বিভিন্ন অবস্থান থেকে অফিসারদের উপর গুলি চালান। হঠাৎ করে এই গিটারিস্ট পুলিশের দিকে কেন যে গুলি ছুড়তে শুরু করেছিলেন, তা বোঝা যায়নি। পুলিশের একাংশের মত, মাদক সেবনও এর কারণ হতে পারে।

পথ দুর্ঘটনায় জখম



■ পবনদীপ রাজন

পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন 'ইন্ডিয়ান আইডল' জয়ী সঙ্গীতশিল্পী পবনদীপ রাজন। আহমদাবাদের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। শোনা গিয়েছে, ভোর ৩:৪০ নাগাদ পবনদীপের গাড়ির সঙ্গে একটি মালবাহী ট্রাকের ধাক্কা লাগে হাইওয়েতে। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। পবনদীপ উত্তরাখণ্ডের চম্পাওয়াটের বাসিন্দা। নিজের বাড়ি থেকে আহমেদাবাদের এক অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। পবনদীপের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু অজয় মেহরা ও চালক রাহুল সিংহ। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তার জেরে নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়ি এবং ধাক্কা লাগে ট্রাকের সঙ্গে। চালক-সহ দু'জন যাত্রীই গুরুতর ভাবে জখম হন। পবনদীপ তাঁর দুই পায়ে ও মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। দুর্ঘটনার পর তাঁদের এক সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে নয়ডার এক বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে এখন পবনদীপ ভাল আছেন।



■ জয় সরকার ও লোপামুদ্রা মিত্র

জয়-লোপা ফিরছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে

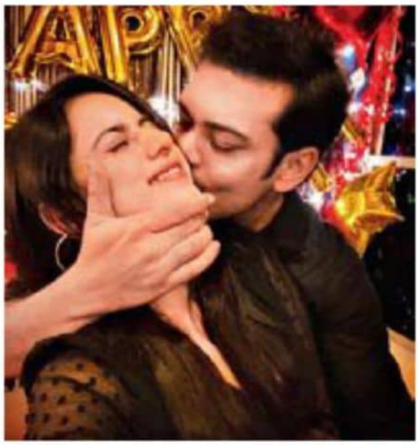
বেশ কিছু বছর আগে তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবাম তৈরি করেছিলেন। 'আকাশ' নামে। তার কিছু বছর পরে এসেছিল 'আনন্দ' নামের অ্যালবাম। এবার জয় সরকার ও লোপামুদ্রা মিত্র ফের শুরু করছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের নতুন অ্যালবামের কাজ। নাম এখনও ঠিক হয়নি। তবে ঠিক হয়েছে দু'টি গান থাকবে। লোপামুদ্রা স্ক্র্যাচ গেয়েও ফেলেছেন। জয় সরকার ঠিক করেছেন এবারের অ্যালবামে অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পূর্ণ অন্যরকম হবে। খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে অ্যালবাম।



সহকর্মীরা আয়োজন করেছিলেন তাঁদের আইবুড়োভাত



দিয়ার সঙ্গে একান্তে অভিষেক



সুরভীর সঙ্গে তিন বছরের সম্পর্ক ছিল অভিষেকের

বিয়ে বিতর্ক

একাধিক প্রেম আর একাধিকবার বিচ্ছেদ। এই বিতর্কের মধ্যেই কাউকে না জানিয়ে প্রায় গোপনে সহ অভিনেত্রী শার্লি মোদকের সঙ্গে আইনি বিয়ে সারলেন অভিনেতা অভিষেক বসু। 'ফুলকি' ধারাবাহিকের সেটে দু'জনের আলাপ। মাত্র কয়েক মাসের প্রেম। হাতে গোনা দিন যাকে বলে। তাতেই সোজা বিয়ের পিঁড়িতে চলে গেল এই চর্চিত জুটি। অভিষেকের প্রেম নিয়ে টেলিপাড়ার অন্দরে জল্পনার অবকাশ নেই। গত বছরের শেষে চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল সুরভী এবং অভিষেকের বিয়ে নিয়ে। অভিনেত্রী সুরভী মল্লিকের সময় সঙ্গে প্রায় তিন বছর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিলেন অভিষেক। সূত্রের খবর, বিয়ের কেনাকাটা থেকে বাজারহাট... সব দিক থেকেই প্রস্তুতি নাকি ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ের পিঁড়িতে আর বসা হয়নি তাঁদের। সুরভীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙতেই কিছু মাসের মধ্যে আবারও নতুন প্রেমে পড়েন অভিষেক। এই একই ঘটনা ঘটেছিল ২০২১ সালেও। সেই সময় অভিষেক আর দিয়া মুখোপাধ্যায়ের একেবারে প্রেম নিয়ে চর্চা সর্বত্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় তাঁদের একসঙ্গে কাটানো একাধিক ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত। সেই সম্পর্কও ছিল তিন বছরের।



বিয়ের পর একসঙ্গে শার্লি-অভিষেক

বা তারও বেশি সময়ের। ২০২১ সালে সেই সম্পর্কে ভাঙন ধরে। মাস ঘুরতেই সুরভীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান অভিষেক। সেই সময় সুরভী আর শার্লির মধ্যে আবার বেশ মজবুত বন্ধুত্ব ছিল। এখন আর তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নেই। অভিষেকের এই গোপন বিয়ে নিয়ে আগ্রহী ছিল সকলেই। প্রথমে প্রকাশ্যে আসে আইবুড়োভাতের ছবি। আইনি বিয়ের ঠিক একদিন আগে তাঁদের ধারাবাহিকের পরিচালক এই আয়োজন করেছিলেন। বিয়ের পর মিডিয়ার সামনে এসে শার্লি-অভিষেক আবেগঘন হয়ে যান। শার্লির চোখে ছিল জল।



বিয়ের দিন সকালে

জানান তাঁরা কতটা খুশি। এরপর অভিষেক বড় মুখ করে ধন্যবাদ জানান, ২০২৪-এর কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। কারণ ওই বছরেই তো শার্লির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের শুরু। অবশ্য এই বিতর্ক নিয়ে তাঁরা কেউই খোলাখুলি কথা বলতে নারাজ। এ দিকে তাঁদের বিয়ের ঠিক একদিন পরেই সুরভী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "কর্মফল ভোগ করার সময় এসে গিয়েছে। ভগবান আর আমি যা জানতাম, এখন তা পুরো দুনিয়া জানে।"



■ স্বীকৃতি মজুমদার

বড়পর্দায় স্বীকৃতি

ছোটপর্দার জনপ্রিয় নাম স্বীকৃতি মজুমদার। ‘খেলাঘর’, ‘আলোর কোলে’র মতো একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয় করেছেন ওয়েব সিরিজ়েও। এবার তাঁকে দেখা যাবে বড়পর্দায়। ‘ দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা’ ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে। এই ছবিতে গয়না বিপণীর কর্মীর চরিত্রে তিনি। স্বীকৃতির চরিত্রের নাম ‘রাধিকা’। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবিতে তাঁর প্রথম লুক। এছাড়া আগামী দিনে মৈনাক ভৌমিক পরিচালিত ‘বিষণ্ণ’ ছবিতেও দেখা যাবে স্বীকৃতিকে।

ত্রয়ীর কথা

শুরু হয়েছে নতুন ধারাবাহিক ‘বুলেট সরোজিনী’। এই ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন দিয়া বসু। তাঁর বিপরীতে অর্ণব বন্দোপাধ্যায় ও অভিষেক বীর শর্মা। ভিন্ন স্বাদের গল্প না হলেও, এই গল্পের মাধ্যমে নতুন কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করবেন পরিচালক স্বর্ণেন্দু সমাদ্দার। পরপর বেশ কিছু ধারাবাহিকের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই পরিচিতি পেতে শুরু করেছেন দিয়া।



■ ‘বুলেট সরোজিনী’ ধারাবাহিকের সেট থেকে

চরিত্রের প্রয়োজনে বাইকও চালাচ্ছেন তিনি। চরিত্রের জন্য ঠিক কেমন প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি? দিয়ার কথায় “প্রত্যেকটা চরিত্রের প্রয়োজনে নিজেকে আলাদা করে তৈরি করতেই হয়। কারণ ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে একটা চরিত্রর সঙ্গে অন্য চরিত্রের কোনও মিল থাকে না। চেষ্টা সব কাজেই থাকে। অর্ণব জানালেন, “আমরা চরিত্রটা তুলে ধরি ঠিকই। কিন্তু আসল চরিত্রায়ণটা করেন পরিচালক বা লেখিকা। তাঁদের মতো করে চরিত্রটা পর্দায় ফুটিয়ে তোলাটাই বড় কাজ।”

রাজদীপ-তন্বীর বিচ্ছেদ?

রাজদীপ গুপ্ত ও তন্বী লাহা রায়ের সম্পর্কে ভাঙন। টেলিপাড়ায় এখন এই বিষয়েই জল্পনা। নিজেদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে এনেছিলেন খোদ রাজদীপ-তন্বী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের মিষ্টি মুহূর্ত দেখে মন ভরে অনুরাগীদের। এর আগে একাধিক সম্পর্কে জড়িয়েছেন রাজদীপ। সোশ্যাল মিডিয়ায় কখনওই গোপনে রাখেননি সম্পর্কের কথা। তন্বীও তাই... রাজদীপ-তন্বী সম্পর্কে রয়েছেন জেনে বেশ খুশিই হয়েছিল অনুরাগীরা। কিন্তু বিগত কয়েকদিন ধরে তন্বীর পোস্ট বলছে অন্য কথা। তাঁর কিছু পোস্ট দেখে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়েছিল রাজদীপের সঙ্গে। তিনি জানিয়েছেন, “নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।”



■ তন্বী ও রাজদীপ



অনির্বাণ-পরমব্রত

ফেডারেশনের কোপে?

কিছুদিন আগে একটি ভিডিও আপলোড হয় ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন গিল্ড অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার তরফ থেকে। অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী, সুদেষ্ণা রায়দের নিয়ে। পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্যর সমর্থনে (তিনি ফেডারেশনের অসহযোগিতার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন) সেই ভিডিওতে স্বরূপ বিশ্বাসের অধীনের ফেডারেশনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠে আসে। কেউ বলেন, 'টেকনিশিয়ানরা হুমকির' মধ্যে পড়ছেন। ফেডারেশনের 'গা জোয়ারি'তে ক্ষতিতে পড়ছেন টেকনিশিয়ানরা। টেকনিশিয়ানদের কাজ করা থেকে 'আটকানো' হচ্ছে। কিন্তু এ সবের পড়েও তারা, অর্থাৎ ডিরেক্টর্স অ্যাস্যোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া চেয়েছিল, আলোচনায় বসতে। কিন্তু ফেডারেশন সে আলোচনায় বসতে চায়নি। এই ভিডিয়োর প্রেক্ষিতে স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ''এরকম কোনও ভিডিও আমি দেখিনি।'' যদিও ডিরেক্টরদের প্রতি তিনি যে ক্ষুব্ধ, সেকথা বুঝিয়ে দেন স্বরূপ। এবং তার ফল পাওয়া গেল হাতেনাতে। নতুন পরিচালক গিল্ডের সদস্যদের বাদ দিয়ে বৈঠক করলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। এবং রাতারাতি ফেডারেশনের সমাজমাধ্যম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় নতুন পরিচালক গিল্ডকে! নাম মুছে দেওয়া হয় গিল্ডের সভাপতি সুব্রত সেন, সুদেষ্ণা রায়ের। শোনা যাচ্ছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকেও নাকি পরিচালক গিল্ডকে সরানো হয়েছে এবং পরম-অনির্বাণকে নাকি ব্যান করা হবে। তবে এই বিষয়েও উত্তর দিতে চাইলেন না স্বরূপ বিশ্বাস। তাঁর বক্তব্য, ''এই বিষয়ে কোনও উত্তর দেব না। যাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁরা বলতে পারবেন।''

২২ বছর পর, সত্যি?

রাখি গুলজ়ার কিছুদিন আগেই বড় পর্দায় ফিরেছেন 'আমার বস' ছবিটির মাধ্যমে। ট্রেলারে তো বটেই বারবার প্রচারও করা হয়েছে ২২ বছর পর, মানে 'শুভ মহরৎ'-এর পর রাখি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়ের এই ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় এসেছেন। কিন্তু আদত কথাটা হল, ফাঁকতালে ভুলে যাওয়া হয়েছে গৌতম হালদার পরিচালিত একটি ছবির কথা। মতি নন্দীর 'বিজলীবালার মুক্তি' অবলম্বনে একটি ছবি, 'মুক্তি' পরিচালনা করেছিলেন গৌতম। তাতে অভিনয় করেছিলেন রাখি। ছবিটি ২০১৯ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানোও হয়েছিল।



রাখি গুলজ়ার



'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবির দৃশ্য

কান-এ 'অরণ্যের দিনরাত্রি'

২০২৫-এর কান চলচ্চিত্র উৎসবে-এর 'কান ক্লাসিক' বিভাগে প্রদর্শিত হবে সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি আরও একবার তুলে ধরা হবে বিশ্বের দর্শকের সামনে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন শর্মিলা ঠাকুর ও প্রযোজক পূর্ণিমা দত্ত। ফিল্ম হেরিটেজ ফাউন্ডেশন, জ্যানাস ফিল্মস, ক্রাইটেরিয়ন কালেকশন-এর সঙ্গে যৌথতায় ছবিটি রেস্টোরেশনের দায়িত্ব নেয় 'দ্য ফিল্ম ফাউন্ডেশন'এর ওয়ার্ল্ড সিনেমা প্রজেক্ট। গোল্ডেন গ্লোব ফাউন্ডেশনের আর্থিক সাহায্য ছিল এর নেপথ্যে। পরিচালক ওয়ে অ্যান্ডারসনের অবদানও আছে এর পিছনে। স্ক্রিনিংয়ের দিন তিনিও উপস্থিত থাকবেন। সকলের পক্ষ থেকে সন্দীপ রায়কে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে।



জিৎ

জিতের নতুন আস্তানা মুম্বই

মুম্বইতে অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তীর প্রতিবেশী এখন জিৎ। ‘খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার’-এ তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হওয়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছে, বলিউড থেকে একাধিক অফার পাচ্ছেন জিৎ। এর আগে কেরিয়ারের শুরুর দিকে একটা এক কামরার ফ্ল্যাটে প্রায় আট-ন'জনের সঙ্গে শেয়ার করে নিজের স্ট্রাগলের দিন কাটিয়েছেন তিনি। তবে এখন জিৎ বাংলার সুপারস্টার, স্ট্রাগল নয় বরং অফার নিজে থেকেই চলে আসছে তাঁর কাছে। আপাতত খবর, একটি বড় হিন্দি ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে জিতকে। তবে সেটা সেকেন্ড লিড। তার মানে এই নয় যে বাংলার পাট চুকিয়ে ফেলেছেন তিনি। সূত্র বলছে, পরিচালক পাভেলের সঙ্গে একটি অন্যধারার ছবির পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই করেছেন তিনি।



মুম্বইতে নিজের ভাই, ভাইয়ের ছেলে এবং ঋতাভরী ও তাঁর পার্টনার সুমিতের সঙ্গে জিৎ

জুম ইন

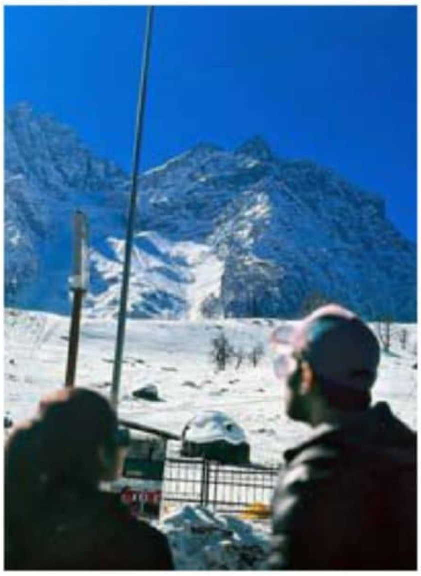
অচেনা ভূস্বর্গ!

পহেলগাম হামলায় স্তব্ধ টেলিপাড়া। কাশ্মীর যাঁদের কাছে স্বর্গের মতো, অবাক হচ্ছেন তাঁরা। কাশ্মীরের বর্তমান চিত্র অচেনা তাঁদের কাছে। ভূস্বর্গের ভয়াবহ রূপ দেখে কী বলছেন ছোটপর্দার তারকারা? শুনলেন **সাগরিকা চক্রবর্তী**

পহেলগাম কাণ্ডের পর, টেলিপাড়ার যাঁরা খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন কাশ্মীরকে, তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানা হয়েছিল। সম্প্রতি কাশ্মীর থেকে ঘুরে এসেছেন রোহন ভট্টাচার্য। এছাড়া অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ের নিত্য যাতায়াত কাশ্মীরে। তিনি জানেন, স্থানীয়দের পরিস্থিতি। রূপাঞ্জনা মিত্র, রণজয় বিষ্ণুরাও কাশ্মীরকে যে চোখে দেখছেন, তা জানালেন নির্দ্বিধায়। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন সকলে, উঠে এল সেই চিত্র।



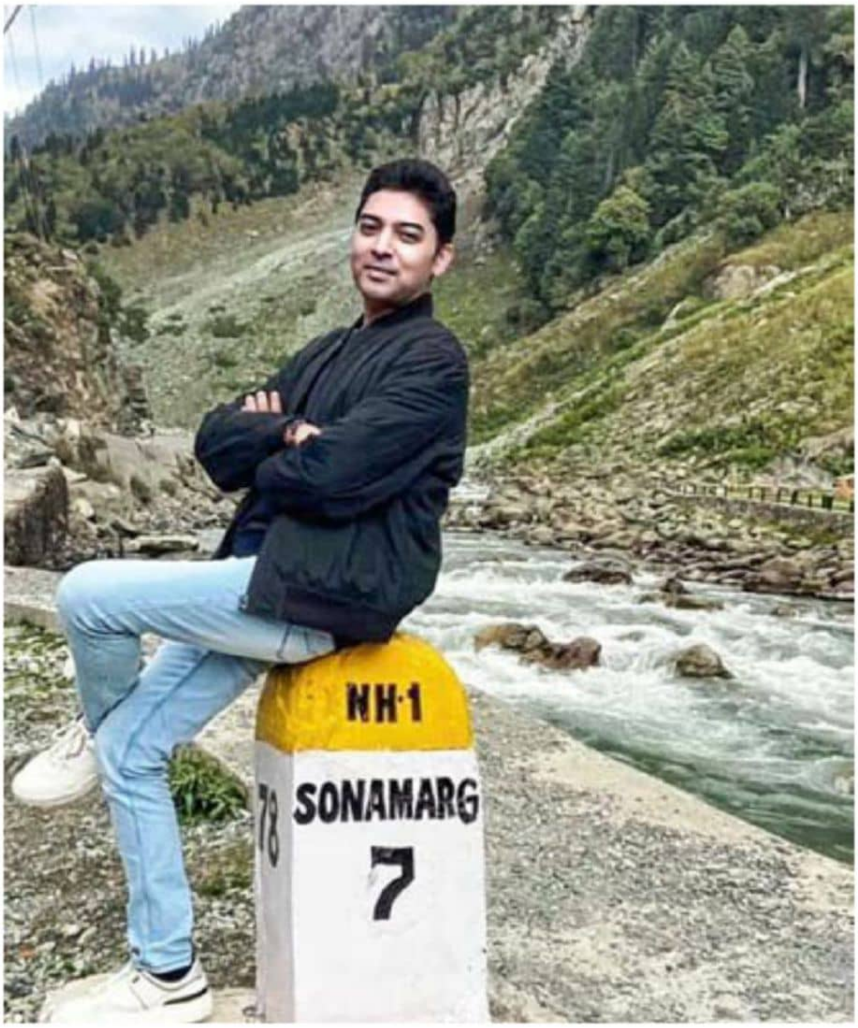
কাশ্মীরকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন রোহন ভট্টাচার্য



ধারাবাহিকের শুটিংয়ে কাশ্মীরে জিতু-দিতিপ্রিয়া

কাশ্মীর মানে ভালবাসা

“ওখানে মুসলিমরা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্য নিরামিষ খায়!” সম্প্রতি পহেলগামের জঙ্গি হামলার পর, উপরের লাইনটি আরও অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু যাদের কাছে পর্যটকই ভগবান, তাদের জন্য হয়তো এটাই পুণ্য! এই বছরের শুরুটাই কাশ্মীরে কাটিয়েছেন অভিনেতা রোহন ভট্টাচার্য। ওখানে বন্ধুত্ব হয়েছে বেশ কিছুজনের সঙ্গে। ওখানকার বর্তমান পরিস্থিতির কথা জিজ্ঞেস করতেই রোহন বললেন, “পর্যটনই ওঁদের আয়ের মূল উৎস। কোভিডের আগে পর্যন্ত একটা সিনেমা হল যেখানে ছিল না, ভাবতে পারছেন সেই জায়গা কতটা পিছিয়ে? কাশ্মীরে কিছু বন্ধু-বান্ধব রয়েছে আমার। ওদের ফোন করেছিলাম। কেমন আছে এইটুকুই জানার ছিল। ওরা খুব কষ্টে রয়েছে। একজন কেঁদে দিল প্রায়!” রোহন যে সময়ে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন, পহেলগামেই ছিলেন। সেই সময় ওখানে কোথাও আমিষ খাবার পাওয়া যায় না। যারা কাশ্মীর গিয়েছে, তারা হয়তো এ ব্যাপারে অবগত। কিন্তু আসল কারণ সম্পর্কে নয়। হন্যে হয়ে আমিষ খাবার খোঁজার পর, ওখানকার স্থানীয়দের রোহন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারা বলেছিল, “এই রাস্তা ধরেই সকলে তীর্থে যায়, কেদারনাথে। হিন্দুরা তো কোনও আমিষ খাবার খায় না তখন। তাই যে রাস্তার উপর দিয়ে যাবে, সেই রাস্তাটাও পরিষ্কার রাখা উচিত।”



■ কাশ্মীরে অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়



■ কাশ্মীরে বন্ধুদের সঙ্গে ভাস্বর

মুসলিমদের মুখে এমন কথা শুনে কার্যত চমকে গিয়েছিলেন অভিনেতা। রোহনের ইচ্ছে খুব শীঘ্রই আবার কাশ্মীর যাবেন। কিছুটা হতাশ হয়েই বললেন, “বেশ কিছু বন্ধু ফোন করে বলছে, ‘ভেবেছিলাম কাশ্মীর যাব। আর তো যাওয়া হবে না রে।’ জানি না কেন সবাই এতটা ভীত! ওরকম সুন্দর জায়গা। যাদের আতিথেয়তা মন ছুঁয়ে যায়, সেই জায়গায় তো আমি বারবার যাব।”

স্থানীয়দের কথা বললেন ভাস্বর

“সামনে শুধুই অন্ধকার। আমরা কী করব আগামী দিনে জানি না!” বলছেন কাশ্মীরবাসীরা। কাশ্মীরবাসীর বর্তমান অবস্থা ঠিক কীরকম এখন? তাঁরা কী চিন্তাভাবনা করছে? এই প্রশ্ন সকলের। সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়। কাশ্মীরে তাঁর নিত্য যাতায়াত। একাধিক বন্ধু রয়েছে তাঁর ওখানে। তাঁর আশঙ্কা করোনাকালীন সময়ে কাশ্মীরের যে ভয়াবহ



■ এক বছর আগেই কাশ্মীর গিয়েছিলেন রূপাঞ্জনারা

অভিনেতাদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ নতুন বাড়ি করবে ভেবেছিল, কেউ বা স্ত্রীর গয়না বন্দক রেখেছিল ছেলেকে ভাল স্কুলে পড়াবে বলে। তারা সবাই অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে। তবে সরকারের সিদ্ধান্তে ওরা এখন খানিক নিশ্চিন্ত। সম্প্রতি ওদের সঙ্গে কথা বলে ভাস্বর বলছেন, ‘‘স্থানীয়রা চায় জঙ্গিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। সরকারের সিদ্ধান্তে ওরা খুশি।
আমারও বিশ্বাস, একদিন আবারও সবাই মাথা তুলে দাঁড়াবে।”

ভূস্বর্গ বরাবরই প্রিয় রূপাঞ্জনার

বিয়ের পর কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র। সঙ্গে গিয়েছিল তাঁর প্রথমপক্ষের ছেলেও। মাত্র একবছর আগে গিয়েছিলেন কাশ্মীর। তাঁর চোখে এখনও ভাসছে বৈসরন উপত্যকার সেই অপরূপ দৃশ্য। একই সঙ্গে তাঁর মতোই, যাঁরা ছেলে, পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীর গিয়েছিলেন, তাঁদের কথা ভেবে আতঙ্কিত অভিনেত্রী। ভুলতে পারছেন না সোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগামের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যগুলি। কিন্তু কাশ্মীরকে নিরাপদ বলতে নারাজ তিনি। রূপাঞ্জনার কথায়, “কাশ্মীর যাওয়ার লোভ

পরিস্থিতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেটাই ফিরে আসছে। “ওখানে আমার প্রায় ৩০ জন মতো বন্ধু রয়েছে। এই ঘটনার পর ওদের সঙ্গে প্রায়ই যোগাযোগ রাখছি। সকলেই একেবারে ভেঙে পড়েছে। যে বন্ধুর বাড়িতে আমি গিয়ে থাকি, তার মায়ের সপ্তাহে দু’বার করে ডায়ালিসিস করতে হয়। এই পর্যটনের উপরই তো ওদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা... সবটা নির্ভর করছে। যেমন, ডাল লেকের কাছে যারা কাবাব বিক্রি করে, তাদের সঙ্গে কথা বলে আমি জানতে পেরেছি ওদের একদিনে আয় ৩০০০ টাকা। এখন এই সময়ে সেটা ৫০ টাকাও ছুঁতে পারছে না। ডাল লেক একেবারে শূন্য। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়েছে। কোভিডে ওদের কোনও কাজ ছিল না। সারাদিন ছেলেরা আড্ডা দিত, আর রাত নামলেই ড্রাগস নিত।” অভিনেতা বলছেন, “ওদের ভয়, যারা এসব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে আবারও কাজে ফিরেছিল, পর্যটন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে তারাই হয়তো আবার আগের সেই ভয়ঙ্কর জীবনে ফিরে যাবে।” ডাল লেকের এক নৌচালকের মুখে অভিনেতা শুনেছিলেন তাঁদের স্বপ্নের কথা। ওদের বিশ্বাস ছিল, কাশ্মীর রুটে ‘বন্দে ভারত’ ট্রেন চললে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়বে। কিন্তু তা আর হল না। অতিমারির



■ পহেলগামে ছেলের সঙ্গে রূপাঞ্জনা

আতঙ্ক, অনটন কাটিয়ে কাশ্মীরবাসীরা অবস্থাপন্ন জায়গায় পৌঁছেছিল। ভাস্বর বলছেন, বছরে প্রায় ৩০-৪০ লক্ষ পর্যটক যেতেন কাশ্মীর ভ্রমণে। ২২ এপ্রিল (সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটার দিন) শুধুমাত্র শ্রীনগরে ছিল এক লক্ষ মানুষ। সেই সংখ্যাটা এখন প্রায় শূন্য। টাকা হয়তো রয়েছে ওদের হাতে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে পিছিয়ে আসছে।

বরাবরই ছিল। সেটা সামলাতে পারিনি। কিন্তু এক বছর যখন কাশ্মীর যাই, চিন্তা তখনও ছিল। ভোটের সময় গিয়েছিলাম। পহেলগাম যাওয়ার উপরের রাস্তাটা বন্ধ থাকায়, সবার শেষে সুযোগ হয়েছিল ওখানে যাওয়ার। আমার তো তখনও কাশ্মীরে নিরাপদ মনে হয়নি। স্থানীয়রা খুবই উপকারী। কিন্তু দেখুন

জঙ্গিরা হয়তো এখন ওদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। অবশ্য 'হয়তো' শব্দটা ব্যবহার না করলেও হয়। এটা তো এখন প্রমাণিতই যে, ওদের আড়ালেই রয়েছে জঙ্গিরা।” আতঙ্কিত নন অভিনেত্রী বরং এই ঘটনা তাঁকে অবাক করেছে। “ওরা কীভাবে আগের জায়গায় ফিরবে তা আমার জানা নেই। কিন্তু সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়াতেই হবে। আর এই মুহূর্তে পহেলগাম থেকে বৈসরনের যে যাত্রাপথ, সেটা বন্ধ রাখা উচিত। পর্যটকদের আরও সাবধান থাকতে হবে।”

কাশ্মীরের অভিজ্ঞতায় রণজয়

রূপাঞ্জনার মতো একই সুরে কথা বলেছেন অভিনেতা রণজয় বিষ্ণু। বছর দু'য়েক আগে কাজের সূত্রে কাশ্মীর গিয়েছিলেন তিনি এবং শ্যামৌপ্তি মুদলী। রণজয়ের কথায়,



■ বছর দু'য়েক আগে পহেলগাম গিয়েছিলেন রণজয়



■ ধারাবাহিকের শুটিংয়ে পরিচালক শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাশ্মীরে রণজয় এবং শ্যামৌপ্তি

“কাশ্মীরের বাতাসে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা রয়েছে। একটা চাপা থাকা আগুন। এটা দেখা যায় না। অনুভব করা যায়। সবাই অবশ্য স্বীকার করে না এটা। তবে কাশ্মীর সেফ নয়, আমি এটাও বলব না। ওখানে যখন ট্রেকিংয়ে গিয়ে বিপদে পড়ি, আরিফ বলে একটি ছেলে বাঁচিয়েছিল। তাছাড়া প্রত্যেকেই খুব বিনয়ী। ভরপুর আতিথেয়তা। পর্যটনটা ওদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্বার্থের জন্য হলেও, ওরা এটাই করে। আর এটাই হল আসল হাতিয়ার। যখনই মানুষের কাছে কাজ থাকবে না, সে অন্য পথ বেছে নেবে। ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ তারাই করবে, যখন তাদের রোজগারের অন্য পথ বন্ধ হয়ে যাবে।” তাই কাশ্মীরকে শান্ত রাখতে হলে পর্যটকদের যাওয়া নিশ্চিত করতেই হবে।



■ শুভ্রজিৎ দত্ত

প্রতিক্রিয়াহীন জিতু

ধারাবাহিকের প্রোমো শুটের জন্য কাশ্মীর গিয়েছিলেন জিতু কমল ও দিতিপ্রিয়া। বরফের দেশে কাটিয়েছেন বেশ কিছুদিন। প্রথম কোনও বাংলা ধারাবাহিকের প্রোমো শুট হল কাশ্মীরে। কিন্তু ভূস্বর্গে এমন ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছেন জিতু কমল। এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই কিছুটা এড়িয়ে গিয়ে জানিয়েছেন, যে বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে, সেই বিষয়ে তিনি কথা বলবেন না।

কী করণীয় জানালেন শুভ্রজিৎ

অনেক ছোটবেলায় কাশ্মীর গিয়েছিলেন অভিনেতা শুভ্রজিৎ দত্ত। কিন্তু কাশ্মীরবাসীদের দারিদ্রের যে ছবি, তা এখনও স্পষ্ট অভিনেতার কাছে। প্রবল ঝড়, তুষারপাতে ঘোড়া চেপে যাচ্ছিলেন তিনি। আর সামনে যিনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর পরনে দড়ির জুতো আর বস্তা কেটে বানানো গরমের পোশাক। অভিনেতার মতে দারিদ্র, শিক্ষা, অভাব, সর্বোপরি অর্থনীতি... এই জিনিসগুলোই ধর্ম নিয়ে অশান্তির মূল কারণ। কাশ্মীরের উন্নতিকে আবারও তলানিতে নিয়ে যাওয়া... তিনি ভাবতেও পারেন না তাঁর কোনও অন্য ধর্মের বন্ধু এরকম কিছু করতে পারে। আর অভিনেতার মতে, এসব থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র রাস্তা হল শিক্ষা।

এই লেখা প্রেসে যাওয়ার আগে এয়ার স্ট্রাইক-এ পাকিস্তানের মাটিতে গজিয়ে ওঠা ন'টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। প্রত্যাঘাতের ফল কী হবে জানা নেই, তবে কাশ্মীরের মাটিকে পর্যটকদের জন্য ফের ভূস্বর্গে পরিণত করতে হলে, তা জঙ্গিমুক্ত করতে হবে, এ নিয়ে সন্দেহ নেই কারও।



'দয়াবান' ছবিতে মাধুরী দীক্ষিত ও বিনোদ খন্না

শ্লীলতাহানির পরে

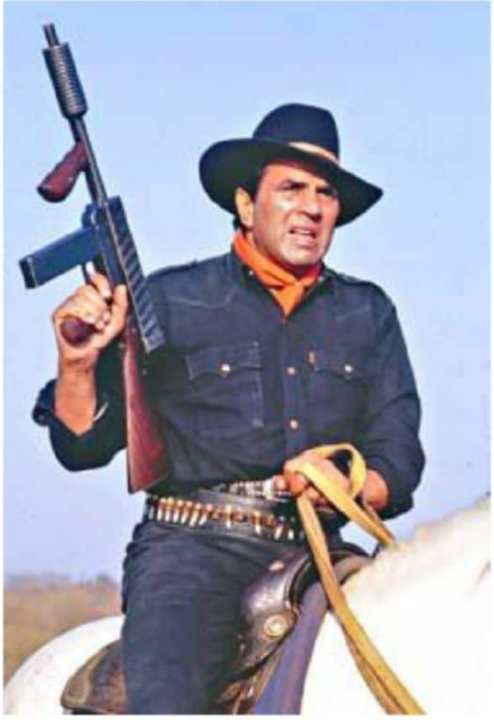
বলিউডের নায়িকারা বিভিন্ন সময়ে হয়েছেন শ্লীলতাহানির শিকার। সহকর্মীদের হাতেই। কিন্তু কীভাবে সেসব কাটিয়ে উঠেছেন তাঁরা? বলিউডে এটাই কি চিরন্তন সত্য? সেইসব গল্প বলে মনের জোর বাড়ানোর ওষুধ দিলেন **পায়েল সেনগুপ্ত**

১৯৮৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'দয়াবান'-এর একটি ঘনিষ্ঠ দৃশ্য। যেখানে অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত অভিযোগ করেছিলেন, সহ-অভিনেতা বিনোদ খন্না দৃশ্যটি চিত্রায়নের সময় তাঁকে অশালীনভাবে স্পর্শ করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে মাধুরী এই বিষয়ে সরাসরি প্রকাশ্যে খুব বেশি কিছু বলেননি। কিন্তু সূত্র অনুযায়ী, সেই দৃশ্যটি শুটের সময় তিনি প্রচণ্ড অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। সম্প্রতি আবার এই ঘটনা নিয়ে বহুল আলোচনা পুরনো কিছু প্রসঙ্গকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

কেন্দ্রে যখন নিপীড়ন

গ্ল্যামার ও বিনোদনের অন্যতম ঝলমলে জীবনধারা, প্রেম, সাফল্য, ও আনন্দের দৃশ্যের পিছনে অনেক সময়ই লুকিয়ে থাকে বাস্তব জীবনের কালো অধ্যায়। বহু অভিনেত্রী তাঁদের কেরিয়ারের একাধিক সময়ে নানারকম

শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এ ধরনের অভিজ্ঞতা শুধু পেশাগত ক্ষতি ডেকে আনে না, মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও গভীর প্রভাব ফেলে। আসলে এই ধরনের ঘটনা নতুন কিছু নয়। বা আট-নয়ের দশক থেকেই চলছে, এমনও নয়। চলচ্চিত্র ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই কিন্তু এমনটা ঘটতে দেখা গিয়েছে। কোনও সময়ই এই ঘটনাগুলোর সত্যতা সেভাবে যাচাই করা যায়নি, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেউ এই নিয়ে কথা বলতে সাহস করেন না বা রাজিও হন না। অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের কথাই ধরা যাক। সহঅভিনেতাদের কাছ থেকে শোনা যায়, সঞ্জীবকুমারের সঙ্গে নাকি 'আঁধি'র সময় এই নিয়ে তাঁর মনোমালিন্য হয়েছিল একসময়। ধর্মেন্দ্রর সঙ্গেও 'মমতা' ছবিটির সময় একই সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু এর বেশি এবং বাহ্যিক সম্পর্কের বিষয়ে তেমন কিছু আর বাইরে আসেনি। পরের দিকে কিন্তু সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই বেশ ভোকাল



ধর্মেন্দ্র



সঞ্জীবকুমার

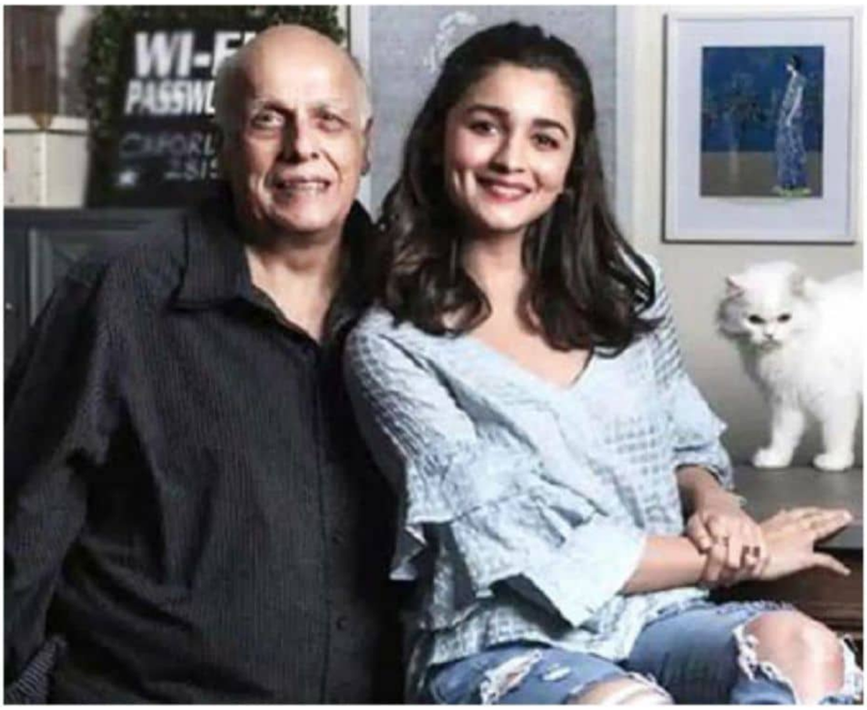


বলিউডে কাজ করতে গিয়ে সমস্যা হয়েছিল সুচিত্রা সেনেরও

হয়েছেন। অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের প্রসঙ্গ মনে পড়ে। ২০০৮ সালে 'হর্ন ওকে প্লিজ়' ছবির একটি গানের শুটিংয়ের সময় নানা পটেকরের বিরুদ্ধে তিনি শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ আনেন। তনুশ্রী একটি আইটেম গানে নাচার সময় অভিযোগ করেন যে, নানা পটেকর অযাচিতভাবে তাঁর দেহে হাত দিয়েছেন, তাঁর নৃত্যের কোরিওগ্রাফি পরিবর্তন করেছেন এবং ভয় দেখিয়ে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টাও করেছেন। সেই সময় ইন্ডাস্ট্রি তনুশ্রীর পক্ষে দাঁড়ায়নি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সেই ট্রমার মধ্যে বেঁচেছিলেন এবং বহু বছর পরে ২০১৮ সালে তিনি আবার এই ঘটনাটি সামনে আনেন, #MeToo আন্দোলন চলছিল সেই সময়। এই আন্দোলন হওয়ার পরে বহু অভিনেত্রী সোচ্চার হয়েছেন প্রতিবাদে, যেমনটা আগে ঠিক দেখা যায়নি। রাধিকা আপ্তে, কঙ্গনা রানাওত, কল্কি কেকল্যাঁর মতো অভিনেত্রীরা প্রকাশ্যে বলেছেন, কীভাবে তাঁরা যৌন হেনস্থা বা কেরিয়ারের শুরুতে 'কাস্টিং কাউচ'-এর শিকার হয়েছেন। কঙ্গনা একাধিকবার বলেছেন, কীভাবে কিছু প্রভাবশালী প্রযোজক ও পরিচালক তাঁকে কাস্টিং কাউচের প্রস্তাব দিয়েছেন এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে চলচ্চিত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিচালক মহেশ ভট্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অবশ্য বহু অভিনেত্রী এনেছেন। কঙ্গনা বলেছিলেন, নারীদের 'প্রতিভা'র চেয়ে এই ইন্ডাস্ট্রিতে 'সহনশীলতা'র পরীক্ষা বেশি নেওয়া হয়। কল্কি পরে সাহসিকতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ছোটবেলায়ও তিনি যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন এবং এই ট্রমা অনেক বছর ধরে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখিয়েছেন, যৌন নিপীড়ন শুধু পেশাগত ক্ষেত্রেই নয়, বরং জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে এবং তা মানুষের মানসিক কাঠামো বদলে দেয়। কাজেই এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, অনেক অভিনেত্রীকেই এমন এক জগতে কাজ করতে হয়েছে, যেখানে 'না' বলা মানে কাজ হারানো।

নেপথ্যের মনস্তাত্ত্বিক কারণ

আসলে একটা অদ্ভুত ধরনের পাওয়ার গেম কাজ করে এর পিছনে। যেখানে ক্ষমতা



■ মহেশ ভট্টর নামে ওঠা একাধিক অভিযোগ, কৈশোরে যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে আলিয়া ভট্টর মনে

ও প্রভাব একটি বড় ভূমিকা পালন করে, যারা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জায়গায় থাকেন, তাঁরা প্রায়ই নবাগত বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থানে থাকা অভিনেত্রীদের উপর প্রভাব খাটানোর সুযোগ খোঁজেন। এটি ক্ষমতার আস্ফালনের বিষয়, যেখানে একজন ব্যক্তি তাঁর অবস্থানকে ব্যবহার করে অন্যজনকে মানসিক বা শারীরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। বেশিরভাগ সময়েই এই ক্ষমতা খাটানোর ব্যাপারটা পুরুষদের দিক থেকে আসে। কারণ সামাজিকভাবে তাঁরা মনে করেন, ক্ষমতা ব্যাপারটা তাঁদের একচেটিয়া। সেখানে এক ব্যক্তি প্রভাবশালী এবং অন্যজন নতুন বা কমজোর, সেখানে ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা বেশি থাকে। এটি মূলত 'অথরিটি অ্যাবিউজ়' বা 'পাওয়ার ট্রিপ'-এর ফল। যাঁরা ক্ষমতার আসনে থাকেন, তাঁরা অনেক সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এই পুরুষতন্ত্র লুকিয়ে থাকে মেয়েদের মনেও, যাঁরা পুরুষদের এই ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগ করে দেন। নারীর শরীরকে পণ্য হিসেবে দেখাও এই পাওয়ার ইমব্যালেন্সের আর-একটা দিক। চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে নারীর সৌন্দর্য এবং শরীরকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয় অনেক সময়। এতে একজন অভিনেত্রী প্রাথমিকভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব নয়, বরং নিজের দেহ দিয়ে বিচার্য হন। এই মানসিকতা অনেক পুরুষের মধ্যে নারীকে ভোগ্য বস্তু হিসেবে ভাবার প্রবণতা



■ 'হর্ন ওকে প্লিজ়' ছবিতে নানা পটেকর। এই ছবির শুটিং ঘিরেই অভিযোগ আনেন তনুশ্রী দত্ত

তৈরি করে।

ভয় এবং আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি

অনেক সময় অভিনেত্রীরা এসব ঘটনার বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না, কারণ তাঁরা কেরিয়ারের ভয় বা সামাজিক লজ্জার মুখে পড়েন। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটি 'লার্নড হেল্পলেসনেস' নামে পরিচিত, যেখানে মানুষ বারবার নিপীড়নের শিকার হয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, তাঁদের কিছুই করার নেই। অনেকসময় দেখা যায় যে, যাঁরা এই ধরনের নির্যাতন করেন, তাঁরা প্রায়শই 'অতি আত্মকেন্দ্রিকতা'র শিকার হন। তাঁরা মনে করেন, তাঁরা যা চান, তা পাওয়ার অধিকার তাঁদেরই আছে। অপরের সম্মতি তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই আচরণ শৈশবকালীন অপূর্ণতা বা বিকৃত পারিবারিক মানসিকতা থেকেও জন্ম নিতে পারে। তবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাপারটা এতটা গভীর নয়। শুধুই ক্ষমতাবান পুরুষ হওয়ার জোরেই তাঁরা এই ব্যাপারটাকে একটা নিয়মে পরিণত করে ফেলেছেন।

ট্রমা ও এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

শারীরিক হেনস্থা বা অনিচ্ছাকৃত ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিং একজন অভিনেত্রীর মধ্যে ট্রমা তৈরি করতে পারে, যা বহু বছর ধরে তাঁদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে প্রভাব ফেলে। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারও (PTSD) এমন অভিজ্ঞতার ফলে হতে পারে, যার ফলে উদ্বেগ, আতঙ্ক, ঘুমের সমস্যা, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখা দেয়। তৈরি হয় বিশ্বাসের সমস্যা। মানুষ বা পেশার প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি হওয়াও অসম্ভব নয়। কারণ এরকম বহু অভিনেত্রীকেই দেখা গিয়েছে এই ধরনের ঘটনার পরে

মানসিকভাবে স্থিতিশীল হতে না পেরে আর এই জগতে ফিরে আসেননি। কাজ হারানোর অবসাদ, উদ্বেগ, একাকিত্ব, শেষ করে দিতে পারে অনেকের জীবন। অনেক সময় একটা Survivor's Guilt ও কাজ করে। 'আমি কেন মুখ খুলি না?' এমনভাবে নিজেকে দোষারোপ করেন অনেকে। সম্প্রতি আলোচিত হওয়া মাধুরীর ঘটনাটিও হয়তো এই ট্রমারই প্রকাশ। দীর্ঘদিন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেরিয়ারের শুরুতে এই ট্রমা অনেক প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রীকেও বারবার তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। যেমন মাধুরীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া বিনোদ খন্নার অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। দৃশ্যটি একটি চুম্বনের ছিল। বিনোদ খন্না তাঁর চেয়ে অনেক সিনিয়র ছিলেন এবং দৃশ্যের মধ্যেই তিনি শারীরিকভাবে বেশি ক্ষমতা প্রদর্শন করতে থাকেন বলেন শোনা যায়। অনেক রিপোর্ট অনুযায়ী, মাধুরী সেই সময় সেটেই কেঁদে ফেলেন এবং এই ঘটনার পরে তিনি বহু বছর ঘনিষ্ঠ দৃশ্য করা থেকে বিরত থাকেন।



■ তনুশ্রী দত্ত

সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার

দীপিকা পাড়ুকোন বা আলিয়া ভট্টের মতো অভিনেত্রীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে এই বিশেষ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছেন। এই বিষয়ে বহু বছর ধরে মুখ খুলছেন স্বরা ভাস্কর ও শোভা দে-র মতো মানুষও। দীপিকা সরাসরি এই হেনস্থার শিকার না হলেও, নিজের মানসিক অবসাদ ও সেখান থেকে সুস্থতার জার্নির কথা বলেছেন।



■ দীপিকা পাড়ুকোন নিজের মানসিক অবসাদের কথা বলেন খোলাখুলিই

এই অসুস্থ পরিবেশ একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সতেজ মনকে কতখানি নষ্ট করে দেয়, সেকথাও বলেছেন। আলিয়া বহু সাক্ষাৎকারেই বলেছেন, বাবা মহেশ ভট্টের বিরুদ্ধে উঠে আসা এইসব অভিযোগ কীভাবে তাঁর কিশোর মনকে কষ্ট দিয়েছিল। শুধু ইচ্ছের বিরুদ্ধেই নয়, ভালবাসা বা প্রেমের অভিনয় করে কোনও প্রেমিকার শরীরকে এক্সপ্লয়েট করাও কিন্তু একই ধরনের অ্যাবিউজ়। তাবড় স্টাররা অনেকেই এই কাজটি করে এসেছেন। বারবার ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার ফলে বহু মনস্তত্ত্ববিদই এই নিয়ে সরব হয়েছেন এবং কিছু সমাধান দিয়েছেন। এই ঘটনা কমানো বা দূর করার জন্য প্রথমেই দরকার নিরাপদ ও সম্মানজনক কর্ম পরিবেশ। ফিল্ম সেটে 'ইন্টিমেসি কোঅর্ডিনেটর' রাখার ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্মতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সম্পন্ন হয়। সেই সঙ্গে শিল্পীদের জন্য কাউন্সেলিং এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তাও অত্যন্ত জরুরি। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, সমাজ এবং ইন্ডাস্ট্রিকে সাহসী নারীদের সমর্থন করতে হবে, যাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা সামনে আনছেন। কেবল তাঁদের কথা শোনা নয়, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যদের জন্য একটি ইতিবাচক উদাহরণও তৈরি করতে হবে। এখন অনেক অভিনেত্রী সাহস করে এগিয়ে আসছেন এবং ইন্ডাস্ট্রিও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হলে যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা প্রণয়ন করতে হবে। সম্মতির গুরুত্ব বোঝাতে হবে শিল্পীদের মধ্যে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই সব ঘটনার শিকার হওয়া মানেই আপনি দুর্বল নন। বরং যারা তা প্রকাশ করে, তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথ তৈরি করে, এই মনোভাব তৈরি করতে হবে সকলের মধ্যে। তবে সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। কোনও ঘটনা সামনে এলেই তার সত্যতা বিচার করার ধৈর্য না দেখিয়ে, অকারণে জাজমেন্টাল হয়ে পড়া এবং ট্রোল করতে থাকার মানসিকতাও কিন্তু কিছু কম ক্ষতিকারক নয়। আমরাও সেক্ষেত্রে একইভাবে মেন্টালি অ্যাবিউজ় করার মতো অপরাধ করছি, সেকথাও মনে রাখতে হবে।



আড়ি

রসদ সবই ছিল, কিন্তু জমল না

4.5/10

পরিচালনা: জিৎ চক্রবর্তী
অভিনয়: মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, যশ দাশগুপ্ত, নুসরত জাহান

এত বছর পরে বাংলা ছবিতে কামব্যাক মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের। এক শ্রেণির দর্শককে হলে টেনে আনার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হতে পারত। তবে তার সঙ্গে চিত্রনাট্যকেও তো একটু সঙ্গত দিতে হবে! গল্প আগাগোড়া মা-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ যশ বা নুসরত যে-ই থাকুন না কেন, গল্পের শুরু ও শেষ মৌসুমী-ই। ছবির শুরু এক বন্দর শহরে। সেখানে মা জয়াকে (মৌসুমী) ঘিরে আবর্তিত ছেলে জয়ের (যশ দাশগুপ্ত) সংসার। জয়া বিধবা, ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। একটি সময়ের পর সে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে। ছেলে কখনও তার কাছে স্বামী, কখনও ছোট্ট সোনা। মাঝেমাঝে রাস্তা ভুলে হারিয়ে যায়। মাকে নিয়ে ছেলের নিরন্তর লড়াই ও ভালবাসা এ ছবির মূল উপজীব্য। হঠাৎই পেশায় লেখিকা অদিতি (নুসরত) এসে পড়ে মা-ছেলের জগতে। নুসরতকে বেশ মিষ্টি দেখতে লেগেছে। আগের ছবির চেয়ে যশের অভিনয় এই ছবিতে অনেক উন্নত। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের কথা আলাদা করে বলার কিছু নেই। তাঁর সারল্য, রসবোধ, আবেগ সব একইরকম প্রাণবন্ত, ন্যাচারাল। কিন্তু দিশাহীন চিত্রনাট্যের খামতি কি আর অভিনয় দিয়ে পুরোপুরি ঢাকা যায়? ব্লগার উন্মেষ গঙ্গোপাধ্যায়ের এটি প্রথম অভিনীত ছবি। তিনি যথাযথ। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় বেশ ভাল। ছোট চরিত্রে পার্থ ভৌমিক, অভিজিৎ গুহও জমিয়ে দিয়েছেন। শ্রাবন্তীর আইটেম নাচ ও ইমন চক্রবর্তীর গান জমল না, যদিও অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'মা' গানটি শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু অমিতাভ ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্য বড়ই নিষ্প্রাণ। কমেডি, আবেগ ও মাঝেমধ্যে কিঞ্চিৎ অ্যাকশনের ককটেল প্রস্তুত করতে গিয়ে কোনওটিই ঠিকমতো জমল না। সম্পাদনা ও পরিচালনাও দুর্বল। দর্শকের বুঝতে অসুবিধে হয়, যা হচ্ছে তা কেন হচ্ছে? কোন দিকে এগোচ্ছে গল্প? যশ-নুসরতের কেমিস্ট্রিও আর একটু জমাটি হলে ভাল হত।

শ্রীমান ভার্সেস শ্রীমতী

দেখতে ভাল লাগে

5/10

পরিচালনা: পথিকৃৎ বসু
অভিনয়: মিঠুন চক্রবর্তী, অঞ্জন দত্ত, অঞ্জনা বসু, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা সরকার, তনিমা সেন

এক ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তী ও অঞ্জন দত্ত... দর্শককে হল অবধি টেনে আনতে এই জুটিই যথেষ্ট। তার উপর ট্রেলার দেখে এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে, সবচেয়ে দীর্ঘায়িত বিচ্ছেদের মামলা নিয়ে গল্প, তাও আবার মজার সংলাপে ঠাসা। ফলে পারিবারিক, ফিল গুড গোত্রের



ছবির ঘরানায় নতুন সংযোজন এটি। প্রবীণ দাম্পত্যের সঙ্গে নবীন যুগলের সম্পর্কের টানাপড়েন, সব যেন এক সুতোয় গাঁথার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। ছবিতে মজার সংলাপ ও সিচুয়েশন আছে ঠিকই, তবে তা দ্বিতীয়ার্ধে মাঝে মাঝে একটু অতিরিক্ত বোধ হয়। বিশেষ করে তনিমা সেনের চরিত্রটির সংলাপ মাঝেমধ্যে ভাঁড়ামোতে পরিণত হয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবেন অঞ্জন দত্ত। তাঁর এন্ট্রি সিনে দেখা যায় ভরা বাজারের ভিতরে একা হাতে গুন্ডা পেটাচ্ছেন। বাঙালি এই অবতারে অঞ্জনকে আগে কখনও দেখেনি। মিঠুন ও অঞ্জনা যথাযথ অভিনয় করেছেন। মিঠুন ও অঞ্জনের মুখোমুখি দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে। পরমব্রত বা মধুমিতার খুব বেশি কিছু করার ছিল না। গানের ক্ষেত্রে আলাদা করে ভাল লাগে অঞ্জন দত্তর 'বয়স বেড়ে যায় সকলের' ট্র্যাকটি। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর সুরারোপও বেশ ভাল। গোপী ভগতের সিনেমাটোগ্রাফিরও প্রশংসা করতে হয়। সব মিলিয়ে এই ছবি দর্শকের মুখে হাসি ফুটিয়ে দিতে পারে। তবে আরও ভাল হতে পারত, সন্দেহ নেই।



দুর্গাপুর জংশন

5/10

দুর্বল থ্রিলার

পরিচালনা: অরিন্দম ভট্টাচার্য
অভিনয়: বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, একাবলী খন্না, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়

এই ছবির পটভূমি দুর্গাপুর শহর হলেও, সিনেমার শেষে জানা যায়, 'দুর্গাপুর জংশন' আসলে আমেরিকায় ঘটে যাওয়া এক সত্যি ঘটনার ছায়া অবলম্বনে নির্মিত। যেখানে স্ত্রী বিমার টাকা পাওয়ার জন্য স্বামীকে সায়ানাইড দেয়। এবং নয়ের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিটামিনের সঙ্গে সায়ানাইড মিশিয়ে একের পর এক খুন করা হয়। এই ঘটনা নিয়ে তৈরি ছবিকে দুর্গাপুরের মতো একটা ছোট শহরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন পরিচালক। তাতে সমস্যা হয়েছে এই যে, পাশ্চাত্যের ঘটনার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না ছবিটি। বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব তো বটেই, ছোট শহর হওয়ার জন্য থ্রিলারের জালও সেভাবে ছড়াতে পারে না। দুর্গাপুরে হঠাৎ করে বয়স্ক পুরুষদের মৃত্যুহার বেড়ে যায়। এবং তদন্তে উঠে আসে, প্রতিটি মৃত্যু আসলে হত্যা। সেই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে আবার বহুল ব্যবহৃত একটি ওষুধকে জাল করে। নিরীহ ভিটামিনের শিশিতে সায়ানাইড ব্যবহার করে। ঘটনায় তদন্তে নামে সৌম্য (বিক্রম) এবং আবিষ্কার করে উষসী (স্বস্তিকা) নামে এক সাংবাদিকের স্বামী মারা গিয়েছে। সন্দেহের তির গিয়ে পড়ে উষসীরই উপর। তারপর ঘটনার জট ছাড়াতে থাকে। যদিও জট সেভাবে দানা বাঁধেনি কোনও সময়তেই। কারণ সেই... ছোট শহর। সেখানে খুনি খুব সহজেই ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে বিভিন্ন প্লট সাজাতে থাকে। সন্দেহের তালিকায় থাকা লোকজনের সঙ্গে খুনি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়! এমনকি সায়ানাইডের মতো নিষিদ্ধ বিষও বহুল পরিমাণে জোগাড় পারে। এবং শেষে যেভাবে ক্লাইম্যাক্স আসে, তাতে বাঙালিয়ানা একেবারে নেই বললেই চলে। তবে বিক্রমকে দেখতে পর্দায় বেশ ভাল লাগে।

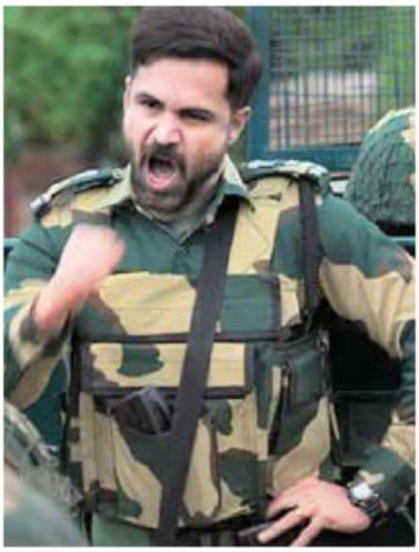
গ্রাউন্ড জ়িরো

6.5/10

চিত্রনাট্য ও অভিনয়, প্রশংসনীয় সবটাই

পরিচালনা: তেজস প্রভা বিজয় দেওস্কর
অভিনয়: ইমরান হসমি, সাই তমহানকর, জ়োয়া হুসেন

সদ্য ঘটে যাওয়া কাশ্মীর কাণ্ডের আবহে 'গ্রাউন্ড জ়িরো'র মতো ছবি ভাল ব্যবসা করবে, তা আশা করা যায়। তার প্রথম কারণ, এই ছবিতে কাশ্মীরকে ঠিক যেভাবে দেখানো হয়েছে তা একটুও মেকি লাগে না। টানটান চিত্রনাট্য। ইতিহাসের গল্পতে নেই কোনও অতিনাটকীয়তা। বিএসএফ জওয়ান নরেন্দ্রনাথ ধর দুবের জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে যথাযথভাবে। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে অত্যন্ত সহজ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে ছবির প্রতিটি অংশ। চিত্রনাট্যর সঙ্গে সমান প্রশংসাযোগ্য অভিনয়। সেনা জওয়ানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমরান হসমি। পুরোদস্তুর রোমান্টিক ঘরানার ছবির হিরো যে নিজেকে এইভাবে মেলে ধরতে পারেন, তা অবিশ্বাস্য। এই ছবি ইমরানের জীবনে নতুন ইনিংস। এই ছবিতে শক্তিশালী চিত্রনাট্যের পাশাপাশি অনবদ্য অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছে নরেন্দ্র চরিত্রটি। দেখিয়েছেন সন্ত্রাসবাদী হামলার বিপক্ষে কীভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। পর্দায় এই দৃশ্যগুলোই আটকে রাখে দর্শকদের। সক্রিয় জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যে প্রতিচ্ছবি গ্রাউন্ড জ়িরো তুলে ধরেছে, তা হিন্দি সিনেমায় উদাহরণ হয়ে থাকতে পারে আগামী দিনে।





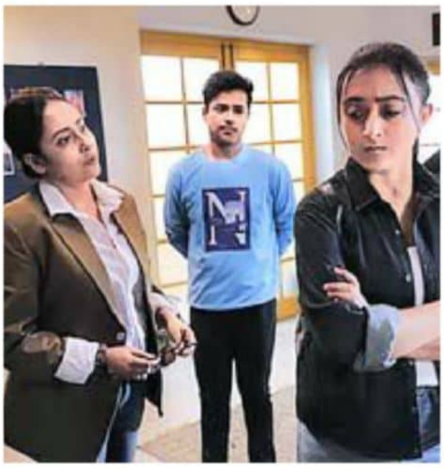
5/10

জনপ্রিয়তার ঘেরাটোপে

ভোগ

পরিচালনা: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়
অভিনয়: অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পার্নো মিত্র, রজতাভ দত্ত, সুদীপা বসু

অভীক সরকারের 'ভোগ' গল্প অবলম্বনে সিরিজ় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের। এই গল্পে নিজের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিও আরোপ করেছেন পরিচালক। 'অতীন' নামের এক ব্যক্তির উপর দেবীর কুপ্রভাব এবং তার জেরে এক পিশাচিনীর আগমন ঘিরে গল্প আবর্তিত হয়। পরম মূলের প্রতি সৎ থেকে ছবির চিত্রনাট্য তৈরির চেষ্টা করেছেন। তাতে অতীনের মায়ের সঙ্গে দেবীর মিলে যাওয়ার অনুষঙ্গটি চমৎকার। কিন্তু মায়ের প্রতি অতীনের এমন প্রগাঢ় ভালবাসা বা অবসেশন কেন, সেদিকটা খুব খোলসা করেননি পরিচালক। ছবিতে বিভৎস রসের অনুষঙ্গ আনলে, তার সঙ্গে 'শক এলিমেন্ট'ও সমানভাবে আসে। ভোগ গল্পের খামতির কারণেই হোক বা চিত্রনাট্যের সমস্যা, সেই শক এলিমেন্ট ছবিতে আসেনি। কোনও ভয়ের দৃশ্যই সেইভাবে শিহরণ জাগায় না। হতে পারে, খারাপ ভিএফএক্স এবং মেক আপ এর জন্য দায়ী। অনির্বাণ 'অতীন' হিসেবে অনবদ্য। তুলনায় পার্নো মিত্র 'ডামরী' হিসেবে যোগ্য চয়ন হলেও, অভিনেত্রী হিসেবে সেই ভয়াবহতা প্রকাশ করতে পারলেন কই? শেষ এপিসোডে গিয়ে সব উত্তেজনায় জল পড়ে। দেবী মাতঙ্গীকে নিয়ে তৈরি গল্প, তাতে বৌদ্ধিক তন্ত্রের রেফারেন্স... সব এসেছে। কিন্তু তাকে ব্যবহার করা হয়নি চিত্রনাট্যে। মাতঙ্গীর মূর্তি ভবেশবাবু কেন চিনতে পারেন না, বোঝা যায় না। সিরিজ় দেখে মনে হয়েছে শুধু গল্প বলে যাওয়া হয়েছে।



অন্যরকম ডিটেকটিভ

ডিটেকটিভ চারুলতা

পরিচালনা: জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিনয়: সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবমাল্য গুপ্ত, অনুজয় চট্টোপাধ্যায়

6/10

বাংলা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দাদের নিয়ে পাঠকের আকর্ষণ বরাবরই। সুচিত্রা ভট্টাচার্যর 'মিতিন মাসি'র নাম সবার আগে মনে আসে। সাহিত্যের ছবি যখন পর্দায় ধরা পড়ে, তখন সেটিও দর্শকের কাছে উপজীব্য হয়ে ওঠে। 'ডিটেকটিভ চারুলতা' মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রে নতুন সংযোজন। জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারুলতা মিত্র (সুরঙ্গনা) থাকে মামা-মামির সঙ্গে। তার মা-বাবা নেই। ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করছে। সেখান থেকেই সে তৈরি করে নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা। চারুলতার সহকারী তার ভাগ্নে তপু (দেবমাল্য গুপ্ত)। সাধারণত, গোয়েন্দা বললেই পুরুষ চরিত্রের কথা মাথায় আসে। সেখানে স্টিরিওটাইপ ভেঙেছেন পরিচালক জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার মহিলা গোয়েন্দা মানেই সে ডাকাবুকো হবে না, এটিও বদ্ধ ধারণা। সেখানেও খানিকটা ছক ভাঙার প্রয়াস। ফাইটিং সিকোয়েন্স যেমন আছে, তেমন হাসিঠাট্টাও আছে। সবচেয়ে ভাল দিক হল, হত্যার পদ্ধতি থেকে ভিলেনের নাম...অনেক কিছুতেই বাংলার বিভিন্ন গোয়েন্দা গল্পের অনুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রনাট্যকার সৌমিত দেব নায়িকাকে গড়েছেন বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রের আদলে। সুরঙ্গনার অভিনয় মনে দাগ কাটে। অভিনয়ে নজর কাড়েন অনুজয় চট্টোপাধ্যায়ও। ব্যর্থ পুলিশ অফিসারের চরিত্র তাঁর। সব মিলিয়ে ওটিটি দর্শকের জন্য এক দমকা তাজা বাতাস এই সিরিজ়।

ছোরি টু

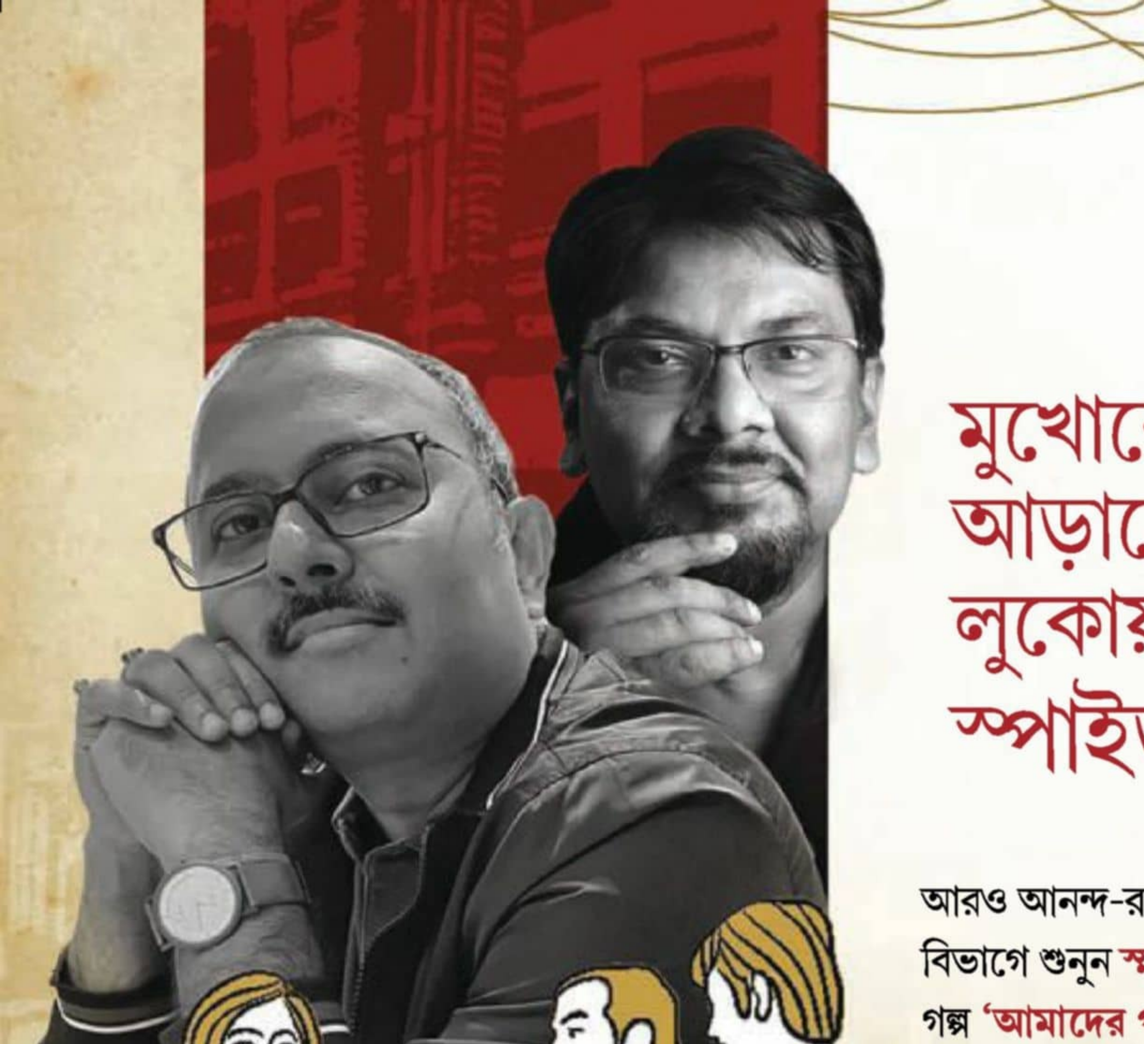
অন্য স্বাদের

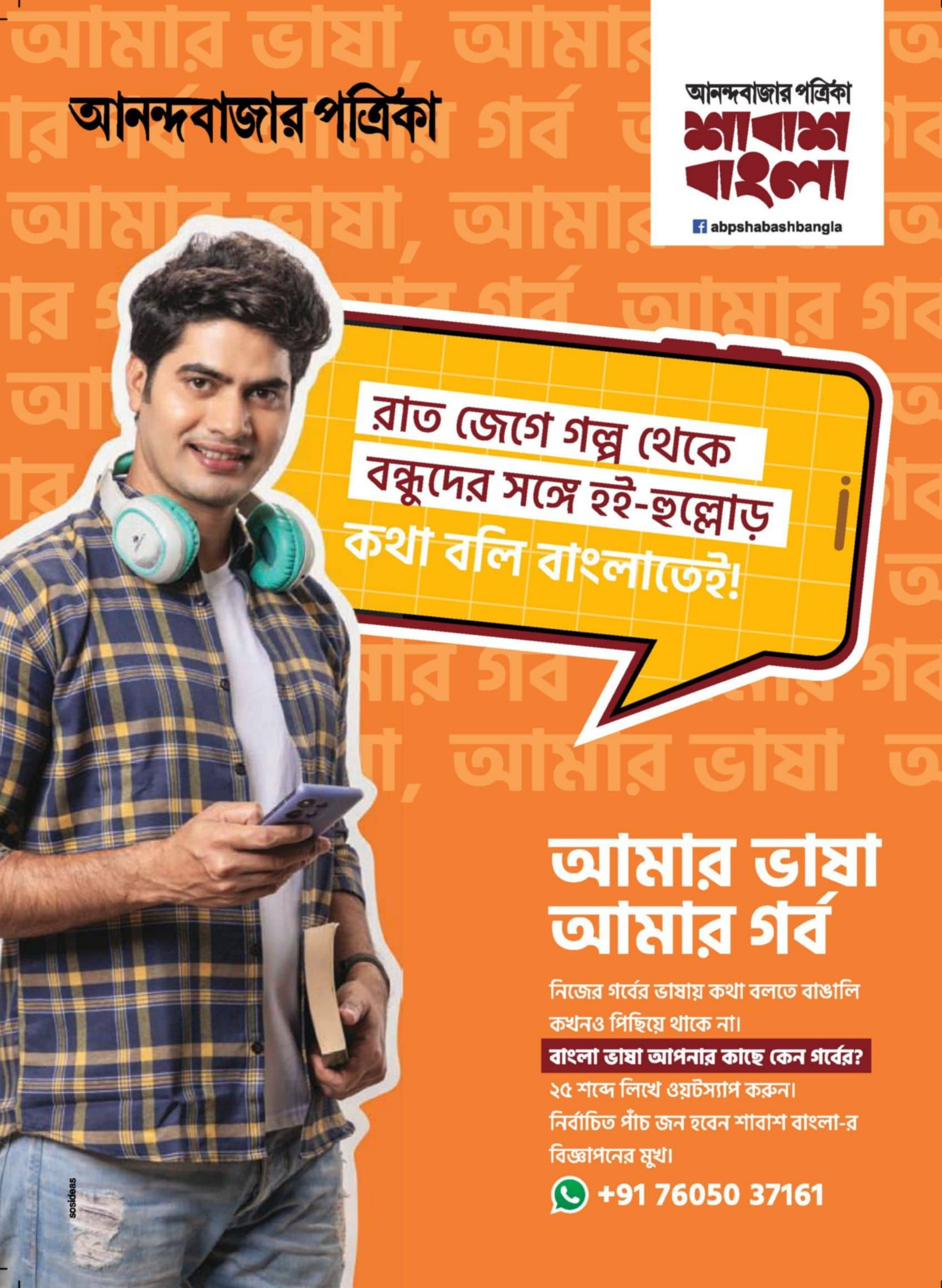
পরিচালনা: বিশাল ফুরিয়া
অভিনয়: নুসরত ভরুচা, সোহা আলি খান, কুলদীপ শরিন, হার্দিকা শর্মা

5.5/10

বলিউডে ভৌতিক ছবির বাড়বাড়ন্ত। কিন্তু আশাহত করে বেশিরভাগ ছবিই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আশার আলো দেখাতে পারে 'ছোরি টু'র মতো সিনেমা। শেষ পর্যন্ত দর্শকদের মনে একই ভাবে ভয়টা বাঁচিয়ে রাখবে বিশাল ফুরিয়ার এই ছবি। আদতে এই ছবি ভৌতিক হলেও, খুব ভাল ভাবে দেখলে বোঝা যায়, কীভাবে রাজনৈতিক-সামাজিক, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে একই সরলরেখায়। সমাজের হিংসা-বিদ্বেষকে প্রকট করা হয়েছে ভৌতিক ছবির আবহে। ছবির প্রথম দৃশ্য দেখেই বোঝা সম্ভব, আসলে চিত্রনাট্যের বুনন কতটা মজবুত। এরপরই প্রশংসাযোগ্য ছবির চিত্রনাট্য। আলো-আঁধারির ছায়ায় এই ছবিকে এক অন্য জায়গার নিয়ে গিয়েছে চিত্রনাট্য। সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজ়িক, আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তুলেছে সব কিছুকে। অভিনয় প্রথমেই আসে নুসরত ভরুচার নাম। যিনি নিজেকে যথাযথ ভাবে মেলে ধরেছেন এই চরিত্রটির জন্য। এছাড়া দাসী মায়ের চরিত্রে ভাল অভিনয় করেছেন সোহা আলি খান। ভৌতিক ঘরানার হলেও, এই জঁরের অন্য ছবিকে ছাপিয়ে যাওয়ার মতো ছবি 'ছোরি টু'।






আনন্দবাজার পত্রিকা
আনন্দবাজার পত্রিকা
শাবাশ বাংলা
abpshabashbangla
রাত জেগে গল্প থেকে
বন্ধুদের সঙ্গে হই-হুল্লোড়
কথা বলি বাংলাতেই!
আমার ভাষা
আমার গর্ব
নিজের গর্বের ভাষায় কথা বলতে বাঙালি কখনও পিছিয়ে থাকে না।
বাংলা ভাষা আপনার কাছে কেন গর্বের?
২৫ শব্দে লিখে ওয়টস্যাপ করুন।
নির্বাচিত পাঁচ জন হবেন শাবাশ বাংলা-র বিজ্ঞাপনের মুখ।
+91 76050 37161
sosideas